NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৭ উত্তরকাশীতে মেঘভাঙা বৃষ্টিতে মৃত ২ শ্রমিক, নিখোঁজ ৭ জন

আরসিবি পেসারের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্তার নালিশ, তদন্ত ৭

কলকাতা ৩০ জুন ২০২৫ ১৫ আষাঢ় ১৪৩২ সোমবার উনবিংশ বর্ষ ২১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 30.06.2025, Vol.19, Issue No. 21, 8 Pages, Price 3.00

সিটে সংখ্যাবৃদ্ধি, তল্লাশি হাওড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: কসবা ল' কলেজে ছাত্রীর ধর্ষণের অভিযোগে রবিবার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড়। তদন্তে গতি আনতে বিশেষ তদন্তকারী দল সিটের সদস্য সংখ্যা রবিবার ৫ জন থেকে বাড়িয়ে ৯ জন করা হয়েছে। যে চার জন নতুন যুক্ত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে এক জন মহিলা সাব ইনস্পেক্টরও রয়েছেন। এতে বলা চলে, তদন্তে প্রায় দেড়গুণ কর্মীশক্তি বাড়িয়ে দিল লালবাজার।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবারই উদ্ধার হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ; সাত ঘণ্টার সিসিটিভি ফুটেজ ও একটি ৯০ সেকেন্ডের ভিডিও ক্লিপ, যেখানে ভুক্তভোগীকে কলেজের ভিতর নিয়ে যাওয়া এবং কিছু আপত্তিকর পরিস্থিতি দেখা যাচ্ছে বলে তদন্তকারীদের দাবি। অভিযোগকারিণী এবং অভিযুক্ত তিন জনের ডিএনএর নমুনা সংগ্রহ করা হল। শনিবার নির্যাতিতাকে ঘটনাস্থলে নিয়ে গিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। দু'ঘণ্টার বেশি সময় ধরে ঘটনার পুনর্নির্মাণ হয়েছে কলেজ ক্যাম্পাসে।

এই ঘটনায় গ্রেপ্তার হওয়া মূল অভিযুক্তদের মধ্যে অন্যতম 'পি'কে নিয়ে রবিবার সকালে হাওড়ার চ্যাটার্জিহাট থানার অন্তর্গত তাঁর বাড়িতে পৌঁছয় কলকাতা পুলিশের একটি দল। তদন্তে নতুন সূত্রের ভিত্তিতে এদিন চালানো হয় দীর্ঘ তল্লাশি। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্তের বাড়ি থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। সঙ্গে কথা বলা হয় বাড়ির অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গেও। গোটা তল্লাশি প্রক্রিয়াই স্থানীয় বাসিন্দাদের নজরে আসে। তাঁরা জানান, অভিযুক্ত 'পি' বরাবরই মেধাবী ও হাসিখুশি স্বভাবের ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে এমন গুরুতর অভিযোগে তাঁরা অবাক ও ব্যথিত।

এক প্রতিবেশী বলেন, 'ছেলেটাকে ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি। বিশ্বাসই হচ্ছে না। যদি অভিযোগ সত্যি হয়, তবে কঠোর শাস্তি হোক;যা তে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে।' তদন্তকারী আধিকারিকরা জানান, যে সিসিটিভি ফুটেজটি সম্প্রতি পুলিশের হাতে আসে, তাতে অভিযুক্ত 'পি'র উপস্থিতি স্পষ্ট দেখা গিয়েছে। সেই সূত্র ধরেই তাঁকে সঙ্গে নিয়ে হাওড়ার বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়। তবে অভিযুক্তের পরিবারের কেউ এই প্রসঙ্গে সংবাদমাধ্যমের সামনে কিছু বলতে চাননি।

রবিবার সকালে লালবাজার থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি সুকান্ত মজুমদার।

ল' কলেজে ধর্ষণের প্রতিবাদে রবিবার সন্ধেয় শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে গোলপার্ক থেকে গড়িয়াহাট পর্যন্ত বিজেপির মশাল মিছিল।

পদ্মের কেন্দ্রীয় দল আজ শহরে

নিজস্ব প্রতিবেদন: আজ কসবা ল' কলেজে ছাত্রী ধর্ষণ-কাণ্ডে বিজেপির সদস্যের বিশেষ প্রতিনিধি দল বাংলায় আসছে। এই দল রিপোর্ট দেবে জেপি নাড্ডাকে। তার আগে মহিলা কমিশনের সদস্যকে এই ভাবে বাধা দেওয়ার ঘটনায় নতুন করে চাপ বাড়ল প্রশাসনের ওপর। বিরোধী শিবির ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক স্বচ্ছতার প্রশ্নে তুলেছে।

শনিবার রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ঘোষণা করেন, চার সাংসদের একটি বিশেষ প্রতিনিধি দল বাংলায় আসছে। এই দলটি ঘটনা খতিয়ে দেখবে এবং দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাকে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট জমা দেবে। দলে রয়েছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সত্যপাল সিং, প্রখ্যাত আইনজীবী মীনাক্ষী লেখি এবং ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব ও রাজ্যসভার সাংসদ মননকুমার মিশ্র। সুকান্ত মজুমদার জানান, এই বিশেষ দল আজ বাংলায় পৌঁছবে এবং কসবা ল' কলেজের ধর্ষণ-কাণ্ডের বিস্তারিত তদন্ত করবে। বিজেপির এই পদক্ষেপ রাজ্যে তৃণমূল সরকার ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির দিকে আক্রমণাত্মক দৃষ্টি দিতে পারে, যা রাজনৈতিক মহলে নতুন আলোচনার জন্ম দিতে পারে। দলটির অভিযোগ, রাজ্যে অপরাধ নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়েছে সরকার এবং এই প্রতিনিধি দল সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই রিপোর্ট প্রস্তুত করবে।

লালবাজারে 'অবৈধ ভাবে আটক' থাকার পর রবিবার সকালে মুক্তি পেয়েই রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তাঁর অভিযোগ, কলকাতা পুলিশ এখন আর কোনও নিরপেক্ষ সংস্থা নয়; এরা 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত দাসে' পরিণত হয়েছে।

শনিবার বিকেলে গড়িয়াহাট মোড়ে প্রতিবাদ কর্মসূচি চলাকালীন যে ভাবে তাঁকে ও বিজেপি কর্মীদের গ্রেপ্তার করা হয়, তাকে 'সম্পূর্ণ বেআইনি ও অগণতান্ত্রিক' বলে আখ্যা দেন সুকান্তবাবু। তাঁর দাবি, 'সারা রাত ধরে আমাদের জামিন বন্ডে সই করানোর জন্য চাপ দেওয়া হয়। আমরা সাফ জানিয়ে দিই; একটাও কাগজে সই করব না। যদি সাহস থাকে, আদালতে নিয়ে যান।' কিন্তু অবাক করার মতো ভাবে পুলিশ পরে বিনা সই, বিনা জামিনেই তাঁদের ছেড়ে দেয়। প্রশ্ন তোলেন, 'তবে আমাদের গ্রেপ্তার করেছিল কেন?'

সেই সঙ্গে কলকাতা পুলিশ কমিশনার ও রাজ্য পুলিশের ডিজিপির কাছে সুকান্তের জিজ্ঞাসা, 'কোন আইনি ভিত্তিতে আমাদের ধরে লালবাজারে টেনে আনা হল?' তিনি অভিযোগ করেন, 'পুলিশ হেপাজতে কর্মীদের মারধর করা হয়েছে। রাতভর চিকিৎসা, এমনকি জলও মেলেনি ঠিকঠাক।' সবশেষে তীব্র ভাষায় বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই রাজ্যে আইনের শাসনকে ধ্বংস করে, পুলিশকে ব্যবহার করছেন সন্ত্রাস তৈরির অস্ত্র হিসেবে। আমরা যেমন বাংলার মা-বোনেদের সুরক্ষায় লড়ছি, তেমনই এই পুলিশ-নিয়ন্ত্রিত স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধেও আইন ও রাজনীতির ময়দানে লড়াই চালিয়ে যাব।'

নাড্ডাকে রিপোর্ট

এই সরকার ধর্ষকদের সরকার: শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: কসবা ল' কলেজের ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে রাজ্যের পুলিশ ও তৃণমূল সরকারের ভূমিকা নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর অভিযোগ, 'ধর্ষকদের বাঁচাতেই পুলিশ সক্রিয় হয়। কারণ এই সরকার ধর্ষকদের সরকার। এ রাজ্যে ভাইপো গ্যাং চালায়, আর পুলিশ সে দলের পেছনে কাজ করে।'

শুভেন্দু অধিকারী সরাসরি আক্রমণ শানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীর দিকে। বলেন, 'বাংলার মানুষ যদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রাক্তন করতে না-পারেন, তবে এই রাজ্যে কোনও মা, দিদি, বোন সুরক্ষিত থাকতে পারবেন না।' পূর্ববর্তী ধর্ষণ-কাণ্ডগুলির প্রসঙ্গ টেনে শুভেন্দু বলেন, 'হাঁসখালিতে বলেছিলেন প্রেমঘটিত, কালিয়াগঞ্জে বলেছিলেন মেয়েটি অন্তঃসত্ত্বা, কামদুনির ধর্ষকদের ফাঁসির সাজা হলেও, তাঁদের জামিনে মুক্ত করালেন, অভয়ার বাবা-মাকে বললেন দশ লক্ষ টাকা তো দেওয়া যেতেই পারে।'

তিনি দাবি করেন, 'অনুব্রত মণ্ডল থানার আইসিকে ফোনে পাঁচবার বলেছিলেন, তাঁর মা-বউকে ধর্ষণ করবেন। তবু তিনি সুরক্ষিত। মুখ্যমন্ত্রী ভোটব্যাঙ্ক রক্ষায় ব্যস্ত, তাই কিছু বলেন না।' শুভেন্দুর ভাষায়, '২৫-২৭ বছরের ছেলেরা এখন শতকোটি টাকার মালিক;বিনয় মিশ্র, কুন্তল, শান্তনু... এরা কয় বছরই বা রাজনীতিতে? ভাইপো গ্যাং রাজনীতিকে ধ্বংস করেছে; ধর্ষণ, তোলাবাজি সবেতেই জড়িত।'

কসবা-কাণ্ডের এফআইআরে অভিযুক্তদের নামের পূর্ণরূপ না-দিয়ে শুধুমাত্র অক্ষর লেখার বিষয়েও রাজ্যের পুলিশকে কটাক্ষ করেন তিনি। বলেন, 'এইজন্যই এ রাজ্যের পুলিশকে বলা হয় 'মমতা পুলিশ'। আদালত থেকে এরা নিয়মিত কানমোলা খায়।' সুকান্ত মজুমদারের লালবাজারে আটক ও জামিন না-নেওয়ার সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে বলেন, 'উনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, ওঁকে পুলিশ আটক করতেই পারে না। আর করলেও, জামিনের কাগজে সই করা কেন? সুকান্তবাবু আইনত সঠিক পদক্ষেপই নিয়েছেন।'

কলেজে জাতীয় মহিলা কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ল' পড়ুয়া ছাত্রীর প্রতি যে অত্যাচার ও কলেজ চত্বরের মধ্যেই যে গোটা ঘটনার অভিযোগ উঠেছে, তা কোনও ভাবেই গোপন করা যাবে না। রবিবার পুলিশের উপস্থিতিতে ঘটনাস্থলের বাইরে তা কড়া ভাষায় স্পষ্ট করে দিয়েছেন জাতীয় মহিলা কমিশন তথা কেন্দ্রীয় সংস্থার সদস্য ড. অর্চনা মজুমদার। সেইসঙ্গে তিনি আরও বলেন, নির্যাতিতার পূর্ণ সুরক্ষা পর্যন্ত দাবি করেছেন এবং তা রাজ্য সরকারকে সুনিশ্চিত করতে হবে অবিলম্বে। এই ঘটনায় কড়া নজর রাখা হয়েছে। পুরোপুরি দায় অস্বীকার করতে পারবে না রাজ্য সরকার।

রবিবার ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্য ড. অর্চনা মজুমদার। অর্চনা মজুমদারের অভিযোগ, 'কমিশনের প্রতিনিধি হিসেবে আমি তদন্তে এসেছি। অথচ পুলিশ আমাকে ঘটনাস্থলের ছবি তুলতে দিচ্ছে না, ভিডিও করতেও বাধা দিচ্ছে। ভিকটিম কোথায়, সেটাও পুলিশ বলতে পারছে না। আমি আমার দায়িত্ব পালন করতে পারছি না। কমিশনের পক্ষে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট দেওয়া সম্ভব নয়।' পুলিশের দাবি, ঘটনাস্থল 'ক্রাইম সিল্ড' হিসেবে চিহ্নিত হওয়ায় সেখানে কোনও ছবি বা ভিডিও তোলা যাবে না। কিন্তু অর্চনা মজুমদারের সাফ কথা, 'আইন ভালো করেই জানি। গুগলে খুঁজলেই বোঝা যাবে, জাতীয় মহিলা কমিশনের কতটা অধিকার রয়েছে।'

দৌড়ে শুভেন্দু

■ বিজেপির রাজ্য সভাপতির দৌড়ে শুভেন্দু! দিল্লির নজরবন্দিতে বঙ্গ বিজেপি। তিন বছর আগে যাঁকে নেতৃত্বে বসিয়ে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির ঘর গোছানোর দায় দিল দিল্লি, সেই সুকান্ত মজুমদার রবিবার সংগঠনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার বৈঠকে যোগ দিলেন লালবাজার থানার সেন্ট্রাল লকআপ থেকে। বার্তা স্পষ্ট; দলীয় আনুগত্যে তিনি এখনও সক্রিয়, কিন্তু নেতৃত্বে তিনি থাকবেন কি না, তা নিয়ে সংশয় ঘনীভূত। এমন সময়েই কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সভাপতি নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করে দিয়েছে। আগামী ২ জুলাই জমা পড়বে মনোনয়ন, ৩ জুলাই হবে সভাপতি নির্বাচন।

বৃষ্টির আভাস

■ ফের তৈরি হয়েছে নিম্নচাপ অঞ্চল। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস, দক্ষিণবঙ্গ থেকে উত্তরবঙ্গ; পরবর্তী ছ'দিন জুড়েই রাজ্যের বিস্তীর্ণ অংশে চলবে দফায় দফায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানাচ্ছে, বর্তমানে উত্তর বঙ্গোপসাগর এবং সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের উপকূলে একটি উচ্চচাপ বলয় তৈরি হয়েছে, যা পরবর্তী ২৪ ঘণ্টায় নিম্নচাপে রূপ নিতে পারে। পাশাপাশি দক্ষিণ-পশ্চিম রাজস্থান থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত মৌসুমি অক্ষরেখা আরও সক্রিয় হয়ে উঠেছে। ফলে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে জলীয় বাষ্প প্রবেশ করছে, বাড়াচ্ছে বৃষ্টির সম্ভাবনা।

পুরীতে মৃত ৩

■ পুরীতে পদপিষ্টের ঘটনা। গুণ্ডিচা মন্দিরের কাছে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল তিন জনের। আহত বহু মানুষ। জগন্নাথ দেবের মাসির বাড়ি, পুরীর গুণ্ডিচা মন্দিরের কাছে রবিবার ভোরে এই দুর্ঘটনা ঘটে। জগন্নাথ দেবের রথ নন্দীঘোষের চাকার সামনেই বিপর্যয় ঘটে। ঘটনায় গাফিলতির অভিযোগ স্বীকার করে সরকারের পক্ষ থেকে ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মোহনচরণ মাঝি। ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন তিনি। এই ঘটনায় ওড়িশার সরকারকে তোপ দাগলেন সে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়ক। ঘটনায় কড়া নিন্দা করেছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে।

মহুয়াকে পঞ্চবাণ কল্যাণের, মদনকে শো-কজ তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরমহলের বহুদিনের চাপা দ্বন্দ্ব রবিবার সকালে একপ্রকার বিস্ফোরণেই ফেটে পড়ল। শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশ্যে দলের প্রাক্তন মহিলা সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে উদ্দেশ করে একের পর এক কটাক্ষ ছুড়ে দিলেন। নাম করে আক্রমণ, ব্যক্তিগত জীবন টেনে আঘাত, রাজনৈতিক শত্রুতা তুলে ধরা; সব মিলিয়ে কল্যাণের বক্তব্যে যেন পাঁচ দফা 'তোপের তালিকা'।

অন্যদিকে, কসবা কলেজ ছাত্রীর ধর্ষণ-কাণ্ডে কল্যাণের দেওয়া একটি মন্তব্য ঘিরে দল পড়েছে প্রবল অস্বস্তিতে। ভোটের মুখে তৃণমূল নেতৃত্ব প্রকাশ্যে কুণ্ঠিত, ব্যাখ্যা দেওয়ার ভাষা হারাচ্ছে অনেকেই।

কল্যাণবাবু মহুয়াকে উদ্দেশ করে বলেন, 'আমি সব নারীকেই সম্মান করি, কিন্তু যাঁকে সংসদের এথিক্স কমিটি বহিষ্কার করেছে, তাঁকে ঘৃণা করাই স্বাভাবিক। এ আমার অধিকার। দেড় মাস হানিমুন শেষে দেশে ফিরে ও আমার পিছনে লাগল। একঘেয়েমি লাগছে! আপনি এক মহিলার চার দশকের বিবাহিত জীবন ভেঙে, তাঁকে যন্ত্রণা দিয়ে সেই পুরুষকে বিয়ে করেছেন। আমি নারীবিদ্বেষী? বিবেচনা করুন।' রাজনৈতিক দমননীতির অভিযোগ তুলে কল্যাণ বলেন, 'নিজের কেন্দ্রে কোনও মহিলা নেত্রী যাতে মাথা তুলতে না-পারে, তার জন্যই সব রকম চেষ্টা করেন উনি। এটাই কি নারীশক্তি?' কালীগঞ্জের উপনির্বাচনে প্রচার সংক্রান্ত অভিযোগ তুলে বলেন, 'দিদি আমাকে প্রচারে পাঠাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মহুয়া আইপ্যাককে বলে আমার রওনা আটকায়। এত ভয় কিসের?'

পাশাপাশি কসবা ল' কলেজে ধর্ষণ-কাণ্ড প্রসঙ্গে কল্যাণবাবু বলেন, 'সহপাঠী যদি সহপাঠিনীকে ধর্ষণ করে, নিরাপত্তা দেবে কে?' এই বক্তব্য মুহূর্তেই দলীয় অস্বস্তির কারণ হয়ে ওঠে। তৃণমূল নেতৃত্ব সাফ জানিয়ে দেয়; এটি কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত মত, দলের অবস্থান নয়। কল্যাণের মন্তব্যের প্রেক্ষিতে পরোক্ষে পালটা বলেন মহুয়া, 'নারীবিদ্বেষ শুধু কোনও রাজনৈতিক দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। কিন্তু তৃণমূল প্রতিবাদ করতে জানে।'

কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথে হাঁটায় কামারহাটি বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক মদন মিত্রকে শো-কজ করল দল। আগামী তিনদিনের মধ্যেই কারণদর্শীয়ে উত্তর দিতে হবে। রবিবার এক চিঠিতে তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে, 'আপনার মন্তব্যে দল কঠোর বিরুদ্ধাচরণ করেছে।' কেন এই মন্তব্য করেছেন তিনি। কৈফিয়ৎ তলব করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, মদন শনিবার বিতর্কিত মন্তব্য করে বসেন। জানান, ওই ছাত্রীর একা একা কলেজে যাওয়াই উচিত হয়নি। কেন তিনি একা গিয়েছিলেন, প্রশ্ন তোলেন বিধায়ক। রাতেই এই মন্তব্যের বিরোধিতা করে বিবৃতি দিয়েছিল তৃণমূল। বলা হয়েছিল, মদনের মন্তব্য 'ব্যক্তিগত'। দল তা সমর্থন করে না। আর রবিবার রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সম্পাদক সুব্রত বক্সি এক লিখিত চিঠি পাঠিয়েছেন। ওই চিঠিতে তিনি বলেন, দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের আচরণের জন্য এই শো-কজ পাঠানো হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতেই পরবর্তী সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ করা হবে বলে রাজ্য সভাপতি রবিবার স্পষ্ট করে দিয়ে জানিয়েছেন। আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, অযাচিত, অপ্রয়োজনীয় ও অসংবেদনশীল মন্তব্য দলের ভাবমূর্তিকে যারপরনাই আঘাত করেছে।

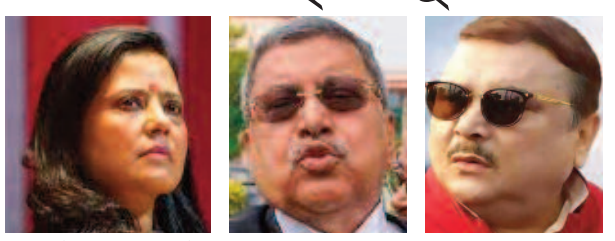

অর্জুনের তির

■ **কসবা-কাণ্ডে বিতর্কিত মন্তব্য করে সমালোচনার মুখে মদন মিত্র। এর মধ্যেই মদন মিত্রকে কটাক্ষ করে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, 'মদন মিত্র কি পিয়ালি মুখোপাধ্যায়-কাণ্ড ভুলে গিয়েছেন? আপনার যুক্তি মেনে নিলে, পিয়ালি কলকাতায় না-এলে তাঁরও সেই ভয়ঙ্কর পরিণতি হত না! আপনার দলই বরাবর অপরাধীদের আড়াল করেছে। পুলিশকে ব্যবহার করে নিজেদের বাঁচিয়েছেন।' অর্জুনের অভিযোগ, 'মানুষ আপনাদের ওপর বীতশ্রদ্ধ। পুলিশ না-থাকলে আপনাদের টিকে থাকা মুশকিল। জনরোষে একদিন সব কিছুর জবাব আপনাদের দিতে হবেই।'**

মোদীর 'মনের কথা'য় শক্তির উৎস জনতাই

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন: রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর মাসিক বেতার অনুষ্ঠান 'মন কি বাত'-এ নিজের চিন্তাভাবনা দেশ-বিদেশের মানুষের সঙ্গে ভাগ করে নিলেন। এটি ছিল তাঁর মন কি বাত অনুষ্ঠানের ১২৩-তম পর্ব।

এদিন তিনি দেশের জরুরি অবস্থার উল্লেখ করে বলেন, 'জরুরি-অবস্থা ঘোষণাকারীরা শুধুমাত্র আমাদের সংবিধানের হত্যা করেননি, তার সঙ্গে চেয়েছিলেন বিচার ব্যবস্থাকে নিজের দাসত্বে পরিণত করতে। এই সময় মানুষকে খুব বড়সড় ভাবে প্রতারিত করা হয়েছিল। এমন আরও অনেক দৃষ্টান্ত আছে, যেগুলো কখনওই ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়। জর্জ ফার্নান্ডেজ সাহেবকে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা হয়েছিল। অনেক মানুষকে অত্যন্ত কঠিন যাতনা দেওয়া হয়েছিল। মিসার আওতায় যাঁকে খুশি গ্রেপ্তার করা হত। ছাত্রদেরও হয়রান করা হত। মত প্রকাশের স্বাধীনতাও কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। ওইসময় যে হাজার হাজার মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয়, তাঁদের ওপর এরকমই অমানবিক অত্যাচার করা হয়েছিল। কিন্তু ভারতীয় জনতার শক্তি এতটাই যে, তারা নুয়ে পড়েনি, ভেঙে পড়েনি, আর গণতন্ত্রের সঙ্গে কোনও আপোস তারা মেনে নেয়নি। শেষ পর্যন্ত জনতা জনার্দনের জয় হয়, জরুরি অবস্থা তুলে নেওয়া হয় এবং জরুরি অবস্থা যারা চাপিয়ে দিয়েছিল তারা হেরে যায়।'

তিনি আরও বলেন, 'দেশে জরুরি অবস্থা জারি হওয়ার ৫০ বছর পূর্ণ হয়েছে কিছু দিন আগেই। আমরা দেশবাসীরা সংবিধান হত্যা দিবস পালন করেছি। আমাদের সর্বদা ওই সমস্ত মানুষদের মনে রাখা উচিত, যাঁরা সাহসের সঙ্গে জরুরি অবস্থার মোকাবিলা করেছিলেন। এর থেকে আমাদের সংবিধানকে সর্বদা শক্তিশালী রাখার জন্য নিরন্তর সজাগ থাকার অনুপ্রেরণা পাই।'

এদিনের 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্বাস্থ্য থেকে শুরু করে সামাজিক সুরক্ষা; প্রতিটি ক্ষেত্রেই ভারত এগিয়ে চলেছে, যা সামাজিক ন্যায়ের বাস্তব ছবি তুলে ধরছে। এদিন তিনি বলেন, সম্প্রতি ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা রিপোর্ট সামনে এসেছে। এই রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, ভারতের ৬৪ শতাংশের বেশি মানুষ এখন কোনও না কোনও সোশ্যাল প্রোটেকশন বেনিফিটস অবশ্যই পাচ্ছেন। সামাজিক সুরক্ষা- এটা বিশ্বের সবচেয়ে বড় কভারেজগুলোর মধ্যে একটি। এখন দেশের প্রায় ৯৫ কোটি মানুষ কোনও না কোনও সোশ্যাল সিকিউরিটি যোজনার সুবিধা পাচ্ছেন, যেখানে ২০১৫ পর্যন্ত ২৫ কোটিরও কম মানুষের কাছে সরকারি যোজনাগুলো পৌঁছত।

২০১৫ সালের আগে যেখানে ২৫ কোটিরও কম মানুষ সরকারি সুবিধা পেতেন, এখন সেই পরিসংখ্যান বহু গুণে বেড়েছে। এই অগ্রগতি দেশবাসীর মনে আত্মবিশ্বাস জাগাচ্ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ঘোষণা অনুযায়ী, ভারত এখন ট্র্যাকোমা মুক্ত। এই সাফল্যের পেছনে রয়েছে স্বচ্ছ ভারত অভিযান ও জল জীবন মিশনের বড় অবদান। এই সাফল্য একটা বিশ্বাস জাগিয়েছে যে, সামনে যে সময় আসছে তা আরও সুন্দর হবে, প্রতি পদে ভারত আরও শক্তিশালী হবে।

আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে বিশাখাপত্তনমে লক্ষাধিক মানুষের অংশগ্রহণ, উপজাতি ছাত্রদের সূর্য নমস্কার এবং 'এক পৃথিবী, এক সুস্থতার জন্য যোগ' থিমের কথা তিনি তুলে ধরেন। তীর্থযাত্রা, খেলাধুলো, পরিবেশ সচেতনতা, নারী ক্ষমতায়ন ও বৌদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সংরক্ষণ; প্রতিটি ক্ষেত্রেই সমাজের ইতিবাচক রূপ ও সেবার চেতনা উঠে এসেছে আজকের বার্তায়। সবশেষে তিনি বলেন, ছোট ছোট পদক্ষেপ ও জনসচেতন প্রচেষ্টা মিলেই গড়ে তুলছে আত্মনির্ভর, সজাগ ও সবল ভারত।

‘বাড়িতে অশান্তি নয়’, লোকো পাইলটদের স্ত্রীদের ‘শান্তির বার্তা’ রেলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া গড়িয়ে যেতে পারে রেল দুর্ঘটনায়! লোকো পাইলটের মানসিক শান্তি নষ্ট হলে, তার সরাসরি প্রভাব পড়ে ট্রেন চালানোর উপর। তাই লোকো পাইলটদের স্ত্রীদের উদ্দেশে রেলের পরামর্শ; বাড়িতে অশান্তি করবেন না, স্বামীর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করুন। শনিবার নিউ কোচবিহার রেল স্টেশনের কাছে একটি ভবনে

আয়োজিত বিশেষ কাউন্সেলিং অনুষ্ঠানে এমনই বার্তা দিলেন রেলের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। সেখানে উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ডিআরএম অমরজিৎ গৌতম-সহ একাধিক রেলকর্তা। অংশ নেন বহু লোকো পাইলট, সহকারী লোকো পাইলট এবং তাঁদের পরিবার-পরিজনেরা।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই ভিডিও দেখিয়ে বোঝানো হয়, পারিবারিক অশান্তি কীভাবে প্রভাব ফেলে ট্রেন চলাচলে। যাঁদের পরিবারে শান্তি, বোঝাপড়া ভালো, তাঁদের চালানো ট্রেনে সমস্যা কম হয়। অন্যদিকে, যাঁদের বাড়িতে কলহ লেগেই থাকে, তাঁদের ট্রেন চালানোর সময় মনসংযোগে ঘাটতি দেখা দেয়, যা দুর্ঘটনার কারণ হয়ে উঠতে পারে।

ডিআরএম অমরজিৎ গৌতম বলেন, লোকো পাইলটরা রেলের প্রাণ। তাঁদের মানসিক অবস্থা ভালো না থাকলে, ট্রেন চালানোয় ঝুঁকি বাড়ে। তাই স্ত্রীদের বলা হয়েছে, স্বামীর প্রতি সহানুভূতিশীল হোন। বাড়ির অশান্তি ট্রেন দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে, এটা আমাদের ভিডিও দেখানো হয়েছে।

এই কাউন্সেলিংয়ের পাশাপাশি, রেল কর্তৃপক্ষ লোকো পাইলটদের নানা অভাব-অভিযোগও শোনেন। অতিরিক্ত কাজের চাপ, কোয়ার্টার সমস্যা, স্বাস্থ্য পরিষেবার দুর্বলতা; সবটাই তুলে ধরেন চালকেরা। ডিআরএম আশ্বাস দেন, প্রতিটি অভিযোগ ধাপে ধাপে মেটানো হবে।

রেল সূত্র জানায়, সাম্প্রতিক দুর্ঘটনাগুলির তদন্তে দেখা গেছে, বহু ক্ষেত্রেই লোকো পাইলটের ভুল ছিল মূল কারণ। তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের টেনশন এই ভুলের পিছনে কাজ করে। সেই সমস্যা থেকে মুক্ত করতেই এই উদ্যোগ। রেলের মতে, ট্রেন চালক শুধুই যন্ত্রের অপারেটর নন; তাঁরও মন আছে। আর সেই মন ভালো রাখতে পারলেই কমবে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা। তাই এবার চালকের ঘর থেকেই শুরু হচ্ছে রেলের নিরাপত্তা অভিযান।

পরিসংখ্যান ব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ভারত সরকার প্রতিবছর ২৯ জুনকে জাতীয় পর্যায়ে প্রতিবছর পালিত বিশেষ দিবসের বিভাগে পরিসংখ্যান দিবস হিসেবে মনোনীত করেছে। সম্প্রতি, আম্রপালী লনে অনুষদ সদস্য, কর্মচারী, ছাত্র এবং অতিথিরা অধ্যাপক মহলানবীশের আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করে অনুষ্ঠান শুরু করেন।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

I, Ruchisa Ghosh, D/o Sukumar Ghosh, W/o Koushik Sarkar R/o Near Surath Mohan Primary School, Panchpara, PO- Radhadasi, PS- Sankrail, Howrah-711317 and Permanent R/o Basanta Bhavan, Jigacha, PO- GIP Colony, PS- Jagacha, Howrah-711112 vide affidavit dated 19.06.2025 before Notary Public, Howrah state that Ruchisa Ghosh Sarkar, Ruchisa Sarkar and Ruchisa Ghosh all are same and one identical person.

PUBLIC NOTICE

One Original Deed of Conveyance, dated 17-11-2021, executed by **Rama Ghosh, Mamoni Sen** & **Kartick Prasad Ghosh** in favour of **Prahalad Ghosh** in respect of Sale of land area measuring about **7.54 Decimal** out of 52 Decimal more or less, lying and situate at **Mouza- Kampa**, J.L. No.- 21, comprised in R.S Dag No.- 38, 40, corresponding to **L.R. Dag No.- 38** under **L.R. Khatian Nos.- 338** at Police Station- Naihati within Kampa Chakla Gram Panchayat under jurisdiction of A.D.S.R.O. Naihati in the District- North 24 Parganas. The said deed was duly registered in the office of A.D.S.R. Naihati, recorded in Book No.- I, Volume No.- 1507-2021, Pages from 263765 to 263788, **Being No.- 150710893 the year 2021**. The said deed has been lost & misplaced. That a General Diary being **G.D.E. No.- 1157** was lodged on **27-06-2025** with **Jetia Police Station** in respect of said deed by my client **Roy Enterprise** represented by one of its Partner **Basudev Roy**. The said deed was not mortgaged before any bank. If anybody get the said deed, please return the same or intimate us or having any claim, may lodge a claim with us within 15 days from this date, failing which no such claim shall be entertained. **Ritu Hela (Advocate)**
Barrackpore Court,
Mob: 9748856804

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

১, বর্ষা পাল, স্বামী - রুপেশ পাল সাং-উত্তর মালঞ্চ পাড়া, পো: থানা- নবদ্বীপ, জেলা-নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২। ২। সোমা রায়, স্বামী- দীপক কুমার রায় সাং-উত্তর মালঞ্চ পাড়া, পো: থানা- নবদ্বীপ, জেলা-নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২। ৩। সপন সরকার পিতা - সুশীল কুমার সরকার সাং-উত্তর মালঞ্চ পাড়া, পো: থানা- নবদ্বীপ, জেলা-নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২। বিগত ইং ২২/০৯/২০২৪ তারিখে দান্তেওয়াড়া সাব রেজিষ্ট্রী অফিসের ৪নং বহির ২২নং ভলিয়মের ১ হইতে ১৬ নং পৃষ্ঠায় নকল হওয়া ২০২৪০০৩০৭২৪৬ নং রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তার নামা দলিল মূলে সাং- উত্তর মালঞ্চপাড়া, পো: থানা- নবদ্বীপ, জেলা-নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, নিবাসী। মৃত বাসুদেব সরকার এর স্ত্রী বেলা সরকার কে আমমোক্তারনিযুক্ত করিয়া ক্ষমতা দিতেছি। বিগত ইং ২২/০৯/২০২৪ তারিখে দান্তেওয়াড়া সাব রেজিষ্ট্রী অফিসের ৪নং বহির ২২নং ভলিয়মের ১৭ হইতে ৩০ নং পৃষ্ঠায় নকল হওয়া ২০২৪০০৩০৭২২৬ নং রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তার নামা দলিল মূলে সাং- উত্তর মালঞ্চপাড়া, পো:+থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, নিবাসী। মৃত সুশীল কুমার সরকার এর স্ত্রী রানু সরকারকে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়া ক্ষমতা দিতেছি।

আমমোক্তারকৃত সম্পত্তির তপশীল

জেলা- নদীয়া থানা ও এ.ডি.এস.আর অফিস - নবদ্বীপ মৌজা - ২০নং নবদ্বীপ, খতিয়ান নং- R.S - ৩৭০৫ L.R ৮০২৬/১ দাগ নং- R.S- ৪৪৪১/১০৩৮০ L.R- ৬৭৬৪ পরিমান ০.৪৭ শতক। জেলা- নদীয়া থানা ও এ.ডি.এস.আর অফিস - নবদ্বীপ মৌজা - ২০নং নবদ্বীপ, খতিয়ান নং- R.S - ৩৭০৫ L.R ১৪৪৪১/১ দাগ নং- R.S- ৪৪৪১/১০৩৮০ L.R- ৬৭৬৪, পরিমান- ০.৩ ১ শতক।এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে ২০২৪০০৩০৭২৪৬ / ২০২৪ ও ২০২৪০০৩০৭২২৬ / ২০২৪ নং রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তার নামা দলিল মূলে, খতিয়ান নং-R.S - ৩৭০৫ L.R৮০২৬/১, ১৪৪৪১/১ দাগ নং R.S-৪৪৪১/১০৩৮০ L.R - ৬৭৬৪ পরিমান ০.৭৮ শতক সম্পত্তি। বিগত ইং ০৪/১২/২০২৪ তারিখে নবদ্বীপ সাব রেজিস্ট্রী আফিসের ৩৬৪৭/২০২৪ নং দলিল বলে। সাং-১৭০/২, বুড়োশিবতলা রোড, পো: থানা- নবদ্বীপ, জেলা-নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, নিবাসী। মহাদেব ঘোষ এর পুত্র শ্রী দীপক ঘোষ ক্রয় করিয়া মিউটেসান কেস এর আবেদনেব ভিত্তিতে নিজ নামে রেকর্ডভুক্ত করিবার আবেদন করিয়াছে। উক্ত বিষয়ে যদি কাহার কোন আপত্তি থাকে তথ্য প্রমানাদি সহ মহেশগঞ্জ B.L.R.O & L.R.O Office উপযুক্ত প্রমানাদি সহ আপত্তি দাখিল করিবেন। অনথায় ভবিষ্যতে কোনো রুপ আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না এবং আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

২০২৬-এ মমতা ফের মুখ্যমন্ত্রী, ধর্ষণের রাজনীতি নয়; হাওড়ায় বার্তা সায়নীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: রবিবার বিকেলে হাওড়া সদরে তৃণমূলের এক দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দিলেন দলের প্রাক্তন যুব সভানেত্রী সায়নী ঘোষ। সেখানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, বিজেপি কি বলছে সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, বাংলার মানুষ কী ভাবছে সেটা জরুরি। ২০২৬ সালে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কারণ বাংলার মানুষ তাই চায়। সম্প্রতি ঘটে যাওয়া ধর্ষণের ঘটনাগুলি নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর প্রসঙ্গে সায়নীর মন্তব্য, ধর্ষণের কোনও রাজনৈতিক পরিচয় নেই। প্রশাসন ব্যবস্থা নিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর উপর ভরসা রাখা উচিত।

মহুয়া মৈত্র ও কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকাশ্য দ্বন্দ্ব নিয়েও মুখ খোলেন তিনি। বলেন, এই ধরনের মন্তব্য দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করে। দলের ভিতরে থেকে সমালোচনা হোক, প্রকাশ্যে নয়। ২০২৬ সালের নির্বাচনের প্রসঙ্গ তুলে সায়নী জানান, হাওড়া জেলার বিধায়করা কী কাজ করেছেন, সেটাই বলবে কে কেমন প্রস্তুত। জেলা সংগঠন প্রস্তুতি নিচ্ছে। পারফর্মেন্স দিয়েই ভোটারদের কাছে পৌঁছনো হবে। তৃণমূলের হয়ে ফের নতুন লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে হাওড়া; এই বার্তা দিলেন সায়নী।

ফোর্ট উইলিয়াম স্কুলে ‘ফুটবল ফর স্কুল’ অনুষ্ঠানের সূচনা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান।

জাতীয় সিএ স্টুডেন্টস কনফারেন্সের উদ্বোধনে সুকান্ত মজুমদার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ইস্টার্ন ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন এবং আইসিএআই- এর ইস্টার্ন ইন্ডিয়া রিজিওনাল কাউন্সিলের যৌথ উদ্যোগে সিএ স্টুডেন্টস ন্যাশনাল কনফারেন্স ২০২৫ কলকাতার নিউটাউনের বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে শুরু হল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার; ইমামি লিমিটেডের ভাইস চেয়ারম্যান ও এমডি হর্ষ বর্ধন আগরওয়াল উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ইআইআরসির চেয়ারম্যান সিএ বিষ্ণু কে. তুলসিয়ান এবং ইআইসিএএসএ-এর চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান সিএ ময়ূর আগরওয়াল, আইসিএ-র কাউন্সিল সদস্য সিএ রবি কুমার পাটোয়া এবং কেন্ট আরও সিস্টেমের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান ডঃ মহেশ গুপ্তা সহ অন্যান্যরা।

রাজভবনের সুইমিং পুল খুলছে গরিব রোগীদের জন্য, রাজ্যপালের মানবিক উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: হৃদয়স্পর্শী পদক্ষেপে এবার রাজভবনের সুইমিং পুল খুলে দেওয়া হচ্ছে দরিদ্র রোগীদের জন্য। চিকিৎসকের পরামর্শে অ্যাকুয়াথেরাপি প্রয়োজন এমন আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা মানুষেরা এবার এই পরিষেবা পাবেন একেবারে বিনামূল্যে। শনিবার রাজভবন সূত্রে এই ঘোষণা করেন রাজ্যপাল ডঃ সিভি আনন্দ বোস। সম্প্রতি তাঁর নিজস্ব হৃদরোগজনিত অস্ত্রোপচারের পর চিকিৎসকরা তাঁকে অ্যাকুয়াথেরাপির পরামর্শ দেন। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি ঠিক করেন, এমন থেরাপির সুযোগ যেন গরিব মানুষেরাও পান, এই লক্ষ্যেই রাজভবনের পুল এবার সামাজিক পরিষেবায় ব্যবহৃত হবে।

রাজভবনের তরফে জানানো হয়েছে, যাঁদের চিকিৎসাগত প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এবং আর্থিকভাবে অসচ্ছল, তাঁরা আগে আসলে আগে পাবেন ভিত্তিতে এই সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন। এজন্য সরাসরি রাজভবনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে ফোন বা ইমেলের মাধ্যমে। এই উদ্যোগকে রাজভবনের পক্ষ থেকে ‘জনসেবার অঙ্গীকার’ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। শুধুমাত্র প্রশাসনিক ভবন নয়, দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়ানোর এক প্রতিষ্ঠান হিসেবেও রাজভবনের ভূমিকা আরও একবার স্পষ্ট হল এই ঘোষণার মাধ্যমে।

মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায় বাংলায় সীমাহীন ধর্ষণের ঘটনা ঘটছে, দাবি অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: সনাতনীদের ওপর লাগাতার অত্যাচারের প্রতিবাদে রবিবার রাতে বীজপুর-২ মণ্ডলের তরফে কাঁচরাপাড়ায় এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত সভায় হাজির হয়ে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং দাবি করেন, মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায় বাংলায় সীমাহীন ধর্ষণের ঘটনা ঘটছে। গরিবদের সম্পত্তি লুট করা হচ্ছে। তিনি বলেন, তৃণমূলের বিরুদ্ধে আন্দোলন করলে সবাই গ্রেপ্তার হবে। সুকান্ত মজুমদার লিডার। উনি লড়াই করতে গিয়ে গ্রেপ্তার হয়েছেন। এটা তাদের কাছে গর্বের বিষয়। এদিন তিনি আরও বলেন, কলেজে কলেজে শুধু প্রাক্তনীরা দখল করে রাখেনি। তৃণমূলের নেতারাও দখল করে রেখেছে। বীজপুরের শাসকদলের যোগদান পর্ব নিয়ে এদিন তিনি কটাক্ষ করেন। প্রাক্তন সাংসদ বলেন, খাতায় নাম নেই। তবুও বিজেপি

বলেন, কসবা কাণ্ডের ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা চলছে। আদালতের দ্বারস্থ হতে হবে, যাতে কসবার ঘটনা কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে দিয়ে তদন্ত করানো হয়। প্রসঙ্গত, কসবা কাণ্ডের প্রতিবাদে আন্দোলন করতে গিয়ে সুকান্ত মজুমদারকে পুলিশ ১৪ ঘণ্টা আটকে রেখেছিল। এপ্রসঙ্গে বিজেপি নেতা অর্জুন সিং বানিয়ে যোগদান করানো হচ্ছে। উক্ত সভায় এদিন হাজির ছিলেন ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি মনোজ ব্যানার্জি, বীজপুর-২ মণ্ডলের সভাপতি সজল কর্মকার, বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পান্ডে, কৌস্তভ বাগচী, রবি শঙ্কর সিং, সন্তোষ রায়, রূপক মিত্র, রাজু দাস, শ্যামল ঘোষ, অমিত চৌবে প্রমুখ।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৩০ শে জুন। ১৫ ই আষাঢ়। পনঞ্চমী তিথি। সোম বার। জন্মে সিংহ রাশি, অষ্টোত্তরী মঙ্গল র দশা বিংশোত্তোরী কেতু র মহাদশা, দোষ নেই।

মেষ রাশি : অশুভ শনি। তবুও দিনটি শুভ। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ও শুভ। নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। কোনো সুখবর নিয়ে বান্ধব বা স্বজন পরিবারে আসবে। প্রতিবেশীর দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জল, তরল পদার্থ, কেমিক্যালের এর ব্যবসা যারা করছেন তারা আগামীকাল লাভবান হবেন। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সাদা।

বৃষ রাশি : আজ বিপদ মুক্ত। পরিবারে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ বেরোবে। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকব, তবে ক্ষতির সম্ভবনা নেই। নারীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা আর্থিক সুযোগ বৃদ্ধি। প্রবীণ প্রতেবেশি কিছুদিন আগেও যার সাথে বিবাদ ছিল তার দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ। মন্ত্র ওম গণ গণেশায় নমো। শুভ দিক উত্তর। শুভ রং ঘিয়ে।

মিথুন রাশি : অশুভ শনি।খুব সতর্কতার সঙ্গে আজ সম্পর্ক তৈরী করুন। কোনো ছলনাময়ী নারী বা পুরুষের দ্বারা সামাজিক সম্মান হানি। ঋণ বিষয় তর্ক, বিতর্ক থেকে সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন। সন্ধ্যার পর অপরিচিতের ফোন না ধরা শুভ। স্বল্প পরিচিতর হঠাৎ নিমন্ত্রনে অপরিচিত জায়গায় না যাওয়া শুভ। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সবুজ।

কর্কট রাশি : আজ ধনপ্রাপ্তি, অর্থপ্রাপ্তি, সম্পদপ্রাপ্তির প্রভূত সম্ভাবনা। আলোচনা চলাকালীন হঠাৎ মেজাজ হারালে বিশেষ ক্ষতি। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিশেষ আলোচনায় পরিবারে নতুন কোনো জিনিস আসতে পারে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। প্রবীণ নাগরিকদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে প্রতিউত্তর না দেওয়া ভালো। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

সিংহ রাশি : শুভ সময়। তবে বিদেশ যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলে একটু ভেবে নিন। বাড়ি-ঘর, জমি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে পাবেন। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ এক বন্ধুর সহযোগিতায় মুক্ত হবে। বিদ্যার্থীদের পক্ষে শুভ। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। মন্ত্র ওম নমঃ গণেশায়। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

কন্যা রাশি : ব্যাবসার দিকে লাভ প্রাপ্তি। এক কৃষ্ণবর্ণ বান্ধব দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা। পরিশ্রমের দ্বারা সফলতা কথাটা ভুলে গেলে আজ ক্ষতি। বৈবাহিক জীবনে তৃতীয় ব্যাক্তির প্রবেশে সাংসারিক শান্তি নষ্টের ইঙ্গিত। দূর ভ্রমণে না যাওয়া ভালো। স্পষ্ট কথা বলা ভালো তবে অন্যকে কষ্ট না দিয়ে। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায়। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

তুলা রাশি : আজ দাম্পত্য সুখ নিশ্চিত। পরিবারে ধন বৃদ্ধি, ব্যবসা বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু প্রতিবেশী সেজে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি করবে। মায়েদের প্রসূতি রোগে কষ্ট বৃদ্ধি। স্বজন-পরিজন থেকেও না থাকার মতন। আগামীকাল একটি সুখবর আসবে সান্ধ্যকালীন। প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা পাকা করতে পারেন। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পশ্চিম।

বৃশ্চিক রাশি : অশুভ বুধ । প্রভাব শালী রাজনৈতিক ব্যাক্তির দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন হঠাৎ বিবাদ-বিতর্ক শুরু হতে পারে। নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্ক থেকে লাভ প্রপ্তি। পরিবারে গুরুজনের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। নিজ নাম এ নয় অন্যের সম্পত্তি থেকে লাভ প্রপ্তি। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। মন্ত্র সং শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

ধনু রাশি : সহযোগিতা চেয়েছিলেন তার সহযোগিতা পাওয়া যাবে। বান্ধব সহযোগে ভ্রমণের দ্বারা অতীব শুভ। অর্থ বৃদ্ধি নাহলেও শুভ সংকেত আগামীকাল দেখা যাবে। সন্ধ্যার পর কোনো নিমন্ত্রনে গেলে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্র দুর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর

মকর রাশি : পীড়া ও শরীর ব্যাধি। মোবাইল ফোন দ্বারা কোনো স্বজন সম্পর্কে অশুভ সংবাদ প্রপ্তি হবে। পরিবারে প্রবীণ নাগরকিদের নিয়ে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়ার সম্বাভনা। দাম্পত্য সুখে বিবাদ। পরিবারে নৈরাশ্যবাদ হতাশা বৃদ্ধি। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

কুম্ভ রাশি : আর্থিক সহযোগিতা বাধা নাই। সচেতন থাকা শুভ। তর্ক বিতর্কে গেলে ক্ষতির সম্ভাবনা।বিশেষত দুপুর বেলা রাহু কাল চলাকালীন সতর্ক থাকা শুভ। যে কাজ এখনো হয়নি প্রকাশে তা নিয়ে আলোচনা করা ঠিক নয়। সবাইকে আপন ভাবলে বিপদ বৃদ্ধি। প্রেমিক যুগল ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। ছলনাময় মানুষকে চিনতে শিখুন। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

মীন রাশি : অশুভ শনি। প্রতিবাদে না গেলে ক্ষতি কি? পরিশ্রমের ফল পাওয়া যাবে। ট্যাক্স সম্পর্কিত কাগজপত্র দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। দু একদিনের মধ্যে নতুন ব্যবসা শুরু না করা ভালো। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি। তবে গৌর বর্ণের শত্রু কে চিনে নিন। মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ।

(ষট্‌ পঞ্চমী তিথি। হোরাস পনঞ্চমী তিথি।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

সবুজ স্বপ্নের সৈনিক ‘গাছ দাদা’, ৩০ হাজার গাছ বসানোর এক অনন্য পরিবেশ প্রেমের কাহিনী

রাজীব মুখোপাধ্যায়

গরমের দিনে রোদ চড়লে যখন শহরের কংক্রিটের ফাঁক দিয়ে হুঁশহীনভাবে ধেয়ে আসে উত্তপ্ত হাওয়া, তখন কোথাও যদি একটা গাছের ছায়া পড়ে, সেই মুহূর্তেই যেন বাঁচোয়া মনে হয়। ঠিক সেই ছায়াটুকু ফিরিয়ে আনার স্বপ্ন নিয়েই পথে নেমেছেন হাওড়ার আমতার জয়পুর গ্রামের যুবক সৌরভ মণ্ডল। তাঁর একটাই লক্ষ্য; গাছ লাগান, প্রাণ বাঁচান; এই বাক্যটিকে কাগজে-কলমে নয়, মাটিতে শিকড় গেড়ে বাস্তবে রূপ দেওয়া। আর এই অদম্য চেষ্টার ফলেই মানুষ আজ তাঁকে চেনে ‘গাছ দাদা’ নামে। ২০১৭ সাল। যখন অধিকাংশ তরুণ ব্যস্ত সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি পোস্ট করে ‘পরিবেশ দিবস’ পালন করতে, তখন সৌরভ নিজের হাতে মাটি খুঁড়ে প্রথম গাছটা বসান। তাঁর মতে, ছবি তুলে নয়, গাছ লাগিয়ে যদি কেউ পরিবেশকে আগের অবস্থায় ফেরাতে পারে, তবেই প্রকৃত শ্রদ্ধা জানানো হবে প্রকৃতিকে। সেই থেকেই শুরু। একে একে গাছ বসাতে বসাতে আজ সাত বছর পর সংখ্যাটা পৌঁছেছে ৩০ হাজারেরও বেশি। শুধু বসানোই নয়, গাছগুলিকে নিজের সন্তানের মতো যত্ন করে বড়ও করে তুলেছেন তিনি। সৌরভ পেশায় এক বেসরকারি স্কুলের শারীর শিক্ষার শিক্ষক। পাশাপাশি চালান একটি অঙ্কনের ক্লাসও। জীবিকা যতই ব্যস্ত

করুক, সবুজকে সঙ্গে নিয়ে চলার প্রতিজ্ঞা একটুও টলেনি। ছুটি পেলেই হাতে কোদাল, কাঁধে চারা নিয়ে ছুটে যান আমতা বিধানসভার বিভিন্ন প্রান্তে; দীপাঞ্জল, ভাটোরা, খুলিয়া, জয়পুর, গরী, ধলিয়া; সবখানেই তাঁর হাতে লাগানো গাছ আজ মাথা তুলেছে।

সৌরভের গাছ বসানোর মন্ত্র একটাই; ‘একটি করে গাছ দত্তক নিন’। শুধু ভারতীয় প্রজাতির গাছ নয়, ফলের গাছও লাগান তিনি। তাঁর ভাবনা, পশু-পাখিরাও এই পৃথিবীর বাসিন্দা, তাদের খাবারের জোগান যেন থাকে। ছোট ছোট বীজ বাঁচিয়ে, তাতে চারা তৈরি করে, সেগুলি রোপণ করছেন তিনি, যেন এই গাছ একদিন শুধুই অক্সিজেন নয়, হয়ে ওঠে জীবনের সম্পদ। কেন গাছ? উত্তর দিলেন গাছ দাদা নিজেই।

সৌরভের কণ্ঠে এক গভীর উদ্বেগ; সভ্যতার যত বিকাশ ঘটছে, সমাজ যেন ততটাই তলিয়ে যাচ্ছে। কোথাও ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছি আমরা। গ্রীষ্মকালে বর্ষা হচ্ছে, গ্রীষ্ম আরও গরম হচ্ছে, ঠান্ডা নেই বললেই চলে। এই ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতেই গাছ লাগানো জরুরি। তাঁর কথায়, আমি তো একদিন থাকব না। কিন্তু এই গাছগুলো আমার হয়ে বেঁচে থাকবে। এদের ছায়ায় কেউ দাঁড়ালে, একটু জিরোলে, জানবে কোনো এক সৌরভ একদিন এই গাছ বসিয়েছিল। স্থানীয়দের চোখে সৌরভ একজন প্রকৃত সবুজ বিপ্লবী। তাঁরা বলেন, আমরা জানি গাছ গরমে রক্ষা করে, কিন্তু কে আর বসায়! সৌরভ একাই হাজার হাজার গাছ বসিয়ে আমাদের এলাকা সবুজ করে তুলেছে। এখন রোদে ঘামলে আমরা দৌড়ে যাই গাছ দাদার লাগানো গাছের ছায়ায় দাঁড়াতে। আজ যখন জলবায়ু পরিবর্তন গোটা বিশ্বকে নাড়িয়ে দিচ্ছে, তখন এক সৌরভ মণ্ডল নিঃশব্দে প্রমাণ করছেন; পরিবর্তন শুরু হয় নিজের হাতে। তাঁকে অনুসরণ করলেই তৈরি হবে আরও অনেক ‘গাছ দাদা’, যাঁদের হাত ধরেই হয়তো একদিন আবার ফিরে আসবে শীতল ছায়া, পাখির ডাকে ভরা সকাল, আর নিঃশ্বাসে নিঃশব্দে জোগাবে প্রাণ। সবুজের পথে সৌরভ; প্রকৃতি আজ তাঁর ঋণী।

ভূমি ট্রাইব্যুনাল সংশোধনী বিল ঘিরে ফের মুখ্যমন্ত্রী বনাম রাজ্যপাল সংঘাতের সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: সদ্য পাশ হওয়া ‘পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার ও ভাড়াটে ট্রাইব্যুনাল (সংশোধনী) বিল, ২০২৫’ ঘিরে ফের মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপালের সম্পর্ক উত্তপ্ত হওয়ার ইঙ্গিত। রাজ্যপালের মনোনয়নের ক্ষমতা খর্ব করেই রাজ্য সরকার বিলটি পাশ করিয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছে বিজেপি। শাসক দল যদিও এই অভিযোগকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে উড়িয়ে দিয়েছে।

গত ২৪ জুন, বাদল অধিবেশনের শেষ দিনে কার্যবিবরণী কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, বিলটি তোলা হয় বিধানসভায়। তবে সেই আলোচনায় অনুপস্থিত ছিল বিজেপি। কারণ, চার বিধায়ককে সাসপেন্ড করার প্রতিবাদে গোটা অধিবেশনই বয়কট করেছিল তারা। বিলটি পেশ করেন ভূমি ও ভূমিরাজস্ব দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এবং আলোচনা ছাড়াই তা পাশ হয়ে যায়।

এই পরিস্থিতিতে বিজেপির অভিযোগ, এতদিন রাজ্যপালের হাতে যে ক্ষমতা ছিল ট্রাইব্যুনালের সদস্য মনোনয়নের, সেটি এই সংশোধনের মাধ্যমে কৌশলে নিজেদের হাতে তুলে নিল রাজ্য সরকার। বিষয়টিকে রাজ্যপালের সাংবিধানিক ক্ষমতায় সরাসরি হস্তক্ষেপ বলেই মনে করছে তারা। আসানসোল দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল কড়া ভাষায় সমালোচনা করে বলেন, রাজ্যজুড়ে তৃণমূল ঘনিষ্ঠ ভূমি মাফিয়ারা জমি দখলে ব্যস্ত। পুলিশে অভিযোগ করেও মানুষ কোনও বিচার পাচ্ছেন না। ট্রাইব্যুনালই ছিল শেষ ভরসা। এবার সেটাও সরকার কবজা করে নিল। তিন সদস্যের মধ্যে যদি দু’জনই হয় শাসক মনোনীত, তাহলে নিরপেক্ষ বিচার কোথায় মিলবে? তবে তৃণমূলের দাবি, সংশোধনীটি আসলে প্রশাসনিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণে সহায়ক। লালগোলার বিধায়ক মহম্মদ আলি বলেন, বিজেপি রাজনৈতিকভাবে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। এটা সম্পূর্ণ আইনগত কাঠামোর মধ্যে থেকেই করা হয়েছে। তবে গোটা বিষয়টি এখন কেন্দ্র করে জোর জল্পনা তৈরি হয়েছে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মহলে। কারণ, রাজ্যপালের সম্মতি ছাড়া এই বিল আইনে পরিণত হতে পারে না। আবার বিলটিতে রাজ্যপালের ক্ষমতা খর্বের বিষয় থাকায় তিনি আদৌ সম্মতি দেবেন কি না, তা নিয়েও অনিশ্চয়তা রয়েছে। রাজনীতির পর্যবেক্ষক মহলের মতে, রাজ্যপাল ডঃ সিভি. আনন্দ বোস এই বিল খুঁটিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নেবেন। তিনি যদি অনুমোদন দেন, তাহলে বিলটি আইনে পরিণত হবে। আর যদি আটকে দেন, তাহলে মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপালের সংঘাতের মাত্রা আরও একধাপ বাড়বে, এমনটাই মনে করা হচ্ছে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৩০ জুন ২০২৫, ১৫ আষাঢ় ১৪৩১ সোমবার

‘পার্ক স্ট্রিট থেকে অভয়া হয়ে কসবা’

মমতাকে না-সরালে কন্যা সুরক্ষা যাত্রা চলবেই, হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পার্ক স্ট্রিট থেকে অভয়া হয়ে কসবা; যতদিন না ভোটের মাধ্যমে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে গদি থেকে নামানো হচ্ছে, ততদিন কন্যা সুরক্ষা যাত্রা চলবে। রবিবার বিকেলে গোলপার্ক থেকে এই হুঁশিয়ারি দিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সরাসরি আক্রমণ শানিয়ে তিনি বলেন, আগে লোকে তৃণমূলকে চোর তোলাবাজদের দল বলত, এখন গোটা বাংলা এই দলকে ধর্ষকদের দল বলছে। কসবায় আইন কলেজ ছাত্রী ধর্ষণ কাণ্ডে বিজেপির প্রতিবাদ মিছিলে পুলিশের ভূমিকাও তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন তিনি। শুভেন্দুর অভিযোগ, কসবা অভিযানে আমাদের দলের সভাপতি-সহ ৬৫ জন কর্মীকে অনৈতিকভাবে লালবাজারে আটক করে রেখেছিল, রবিবার ভোরে তাদের ছেড়ে দেয়। এর প্রতিবাদে রাজ্য জুড়ে বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে। সর্বত্র আওয়াজ তোলা হচ্ছে;‘ছিঃ মমতা ছিঃ’।

কলকাতা পুলিশের বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ করে শুভেন্দুর বক্তব্য, কলকাতা পুলিশ এখন ধর্ষকদের রক্ষাকর্তা হয়ে গেছে, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ এখন মমতা পুলিশ হয়ে গেছে।

কামদুনি ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের প্রসঙ্গ তুলে বিরোধী দলনেতা বলেন, যাদের ফাঁসির সাজা হয়েছিল, তাদের জামিনে মুক্ত করিয়ে, তার বাড়ির সামনে বারাসাত জেলা পুলিশ সুরক্ষা দেয়। আর যারা আদালতে মামলা করেছিল, তাদের সুরক্ষা দেওয়া হয় না। জনগণের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, সময় এসেছে সকলে রাস্তায় নামুন, রাজ্য থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মুছে দেওয়ার।

আগামী ২ জুলাই ফের কসবার উদ্দেশে অভিযান হবে বলেও এদিন ঘোষণা করেন শুভেন্দু অধিকারী।

‘আমরা কোনও রকম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি না, পুলিশ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে’

প্রশাসনের ওপর ভরসা রাখল নির্যাতিতার পরিবার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দক্ষিণ কলকাতার আইন কলেজে এক ছাত্রীকে গণধর্ষণের ঘটনায় উত্তাল গোটা রাজ্য। অপরাধ যতই গুরুতর হোক না কেন, নির্যাতিতার পরিবার আপাতত সিবিআই নয়, কলকাতা পুলিশের তদন্তেই ভরসা রাখছে। তাঁদের স্পষ্ট বক্তব্য, আমরা কোনও রকম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি না। পুলিশ যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। নির্যাতিতা এখনও কলকাতাতেই রয়েছেন, তদন্তে সক্রিয় সহযোগিতা করছেন। তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আমরা তাঁকে বাড়ি আনছি না। পুলিশ যেমন বলছে, তেমনই আমরা কাজ করছি। ইতিমধ্যে পুলিশ মূল তিন অভিযুক্ত-সহ কলেজের নিরাপত্তারক্ষীকেও গ্রেপ্তার করেছে। গঠিত হয়েছে বিশেষ তদন্তকারী দল। সংগ্রহ করা হয়েছে সিসিটিভি ফুটেজ, ফরেনসিক নমুনা, ডিএনএ এবং নির্যাতিতার গোপন জবানবন্দি। এবার তাঁর মা-বাবার গোপন জবানবন্দির জন্য আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে পুলিশ। এই ঘটনার পরেই কলেজ কর্তৃপক্ষকে রিপোর্ট জমা দিতে বলেছে উচ্চশিক্ষা দপ্তর। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু জানিয়েছেন, এই ধরনের ঘটনা রুখতে নিরাপত্তা পরিকাঠামো বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে, এই ঘটনায় বিজেপির অন্দরেই মতপার্থক্য প্রকাশ্যে এসেছে। দলনেত্রী অগ্নিমিত্রা পল স্পষ্ট বলেন, সিবিআই দক্ষ, কিন্তু দেরিতে কেস দিলে প্রমাণ নষ্ট হয়। আমরা চাই, কলকাতা পুলিশই তদন্ত করুক। তাঁর আরও সংযোজন, এটা আমার ব্যক্তিগত মত। দলের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে শীর্ষ নেতৃত্ব। উল্লেখ্য, ল’ কলেজে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্যরা। অর্চনা মজুমদার-সহ আরও দুই জন ঘটনাস্থলে পৌঁছলে পুলিশ প্রথমে বাধা দেয় বলে অভিযোগ ওঠে।

‘বাংলার বাঘ’কে শ্রদ্ধাঞ্জলি

■ যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে বিধানসভায় পালিত হল আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জন্মবার্ষিকী। বলে অধিক পরিচিত ছিলেন তিনি। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধানসভার লবিতে এদিন তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করা হয়েছে। রবিবার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিকৃতিতে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেছেন। এছাড়াও বিধানসভার সচিব সৌমেন্দ্রনাথ দাস পুষ্পার্ঘ্য দেন। উল্লেখ্য, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ১৫৭ তম জন্মবার্ষিকী পালনের সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে বিধানসভায় তাঁর প্রতি স্মৃতিচারণ করা হয়েছে। শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণে বিধানসভাতে সচিবালয়ের কর্মীবৃন্দরাও উপস্থিত ছিলেন।

জয়েন্টের ফলপ্রকাশে বিলম্ব

■ দীর্ঘ দু’মাস পেরিয়ে গেলেও প্রকাশিত হয়নি রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার ফল। গত ২৭ এপ্রিল এই পরীক্ষা হলেও জুনের শেষপ্রান্তেও ফল না আসায় ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগে ভুগছেন পরীক্ষার্থীরা। উচ্চশিক্ষার ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু না হওয়ায় অনেকেই বাধ্য হয়ে বেসরকারি কলেজে প্রভিশনাল অ্যাডমিশন নিয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে সরকারি কলেজগুলিতে আসন খালি থাকার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। জয়েন্ট বোর্ড সূত্রে জানা যাচ্ছে, সরকারের চূড়ান্ত নির্দেশিকা না এলে ফল প্রকাশ সম্ভব নয়। নির্দেশিকা এলেও ফলপ্রকাশে লাগবে আরও অন্তত এক সপ্তাহ। এই অনিশ্চয়তার কারণে বহু মেধাবী ছাত্রছাত্রী অন্য রাজ্যে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। বিলম্বে শুধু শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎই প্রশ্নের মুখে পড়ছে না, ক্ষতির মুখে পড়ছে রাজ্যের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাও। দ্রুত ফলপ্রকাশ করে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু করার দাবিতে ছাত্র, অভিভাবক ও শিক্ষামহলে চাপ বাড়ছে।

অজ্ঞাত ব্যক্তির দেহ উদ্ধার

■ রবিবার সকালে এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। পুলিশ সূত্রে খবর, এদিন সকাল ৮টা ৩০ মিনিট নাগাদ তিলজলা রোডের ৪৭/১ নম্বরের একটি পরিত্যক্ত জমিতে একটি ফুলে ওঠা মৃতদেহ পড়ে থাকার খবর পায় করায়া থানার পুলিশ। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ বাহিনী। মৃত ব্যক্তির বয়স আনুমানিক ৩০ থেকে ৩৫ বছর হবে বলে জানানো হয়েছে। প্রাথমিকভাবে তার পরিচয় জানা যায়নি।

বিজেপির সরকার ক্ষমতায় এলে ঠিকাদারি প্রথার অবসান হবে: অর্জুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বিএমএস ও জুট টেক্সটাইল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের তরফে রবিবার বিকেলে একাধিক ইস্যুতে কাঁকিনাড়া জুটমিল গেটে এক সভার আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত সভায় হাজির হয়ে ঠিকাদারি প্রথা নিয়ে এদিন সরব হলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা শ্রমিক নেতা অর্জুন সিং। তাঁর অভিযোগ, মমতা ব্যানার্জি বাংলায় একটাই কাজ ভালো করেছেন। সেটা হল গুন্ডাদের উনি ঠিকাদার, নেতা, কাউন্সিলর ও পঞ্চায়েত সদস্য বানিয়ে দিয়েছেন। তাঁর দাবি, বাংলায় বিজেপি ক্ষমতায় এলে ঠিকাদারি প্রথার অবসান হবে। পুরনো স্মৃতি রোমন্থন করে তিনি বলেন, বাম আমলে বালি জুটমিলে প্রথম ঠিকাদারি প্রথা চালু হয়েছিল। কিন্তু তৃণমূল জমানায় ইউনিয়নের নেতারাই ঠিকাদারি করছেন। আর ঠিকাদারি নিয়ে নিজেদের মধ্যে লড়াই চলছে। লড়াইয়ের জেরে কর্তৃপক্ষের লোকজন মার খাচ্ছেন। এদিন তিনি বলেন, কুড়িটি ইস্যুতে গেট মিটিং করা হচ্ছে। তবে প্রধান ইস্যু হচ্ছে, এখানে বিএমএস ইউনিয়নকে মান্যতা দেওয়া হচ্ছে না। তাঁর অভিযোগ, মোটা তাঁত তুলে দিয়ে চায়না তাঁত বসানো হচ্ছে। অবসরের মুখে থাকা শ্রমিকদের চায়না তাঁত চালাতে বলা হচ্ছে। যদিও তিনি মিল কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি রেখেছেন, নতুন শ্রমিক নিয়োগ করে প্রশিক্ষণ দিয়ে চায়না তাঁত চালানো হোক। আর প্রবীণ শ্রমিকদের মোটা তাঁত চালাতে দেওয়া হোক। শ্রমিক নেতার আরও অভিযোগ, এই মিলে উইন্ডিং, রিপেয়ারিং, স্পিনিং, মিস্ত্রি বিভাগে ক্রমশ শ্রমিক কমানো হচ্ছে। শ্রমিকদের পিএফ ঠিকমতো জমা হচ্ছে না। এমনকী ইএসআই সুবিধা থেকেও শ্রমিকরা বঞ্চিত। শিল্প বাঁচাতে চলতি বছরের শেষের দিকে মজদুরদের নিয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রীর দ্বারস্থ হবেন বলে জানিয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, জুটমিল শ্রমিকের ছেলে এই মিলের ম্যানেজার। তবুও তিনি শ্রমিক বিরোধী কাজ করছেন। তাঁর সংযোজন, তিনি নিজে পাঁচ বছর জুটমিলে কাজ করেছেন। ভাটপাড়ায় রাজনীতি করার জন্য শ্রমিকদের সমস্যা জানতে তিনি মিলে কাজ করেছেন। তাঁর দাবি, তিনি বহু লোককে জুটমিলে কাজ দিয়েছেন। এখন রাজ্যে ৪০ থেকে ৪২ টি জুটমিল চলছে। ওই মিলগুলোতে যারা এখনও কাজ করছেন ৭০ শতাংশ চাকরি তাঁর দেওয়া। উক্ত সভায় এদিন হাজির ছিলেন ভাটপাড়ার বিধায়ক পবন কুমার সিং, ভাটপাড়া-২ মণ্ডল সভাপতি সুরজ কুমার সিং, বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পান্ডে ও সঞ্জয় সিং, বিএমএসের রাজ্যের ডেপুটি সাধারণ সম্পাদক অজয় কুমার সাউ, ভারতীয় জনতা মজদুর সংঘের রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক এবং ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি যথাক্রমে বিনয় মণ্ডল ও পরমেশ্বর সিং, প্রাক্তন কাউন্সিলর সোহন প্রসাদ চৌধুরী, উমেশ রায়, রাজ বিশ্বাস, রাজু শ্রীবাস্তব প্রমুখ।

কসবা ধর্ষণ-কাণ্ডের প্রতিবাদে সাউথ ক্যালকাটা ল’ কলেজের সামনে বিক্ষোভ দেখালেন সমকামী সংগঠনের সমাজসেবীরা। ছবি: অদিতি সাহা

বাংলার মেয়ে বর্বরতার শিকার: ধর্মেন্দ্র প্রধান

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর মন্তব্যে পালটা উত্তর চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যর

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: কসবায় আইন কলেজে ‘গণধর্ষণ’ কাণ্ড নিয়ে মমতাকে তীব্র নিশানা করলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। রবিবার পানিহাটিতে ‘মন কি বাত’ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান বলেন, বাংলার মেয়ে বর্বরতার শিকার। বাংলায় নারী নির্যাতনে তাঁরা খুবই বিচলিত। তৃণমূল নির্মম, অত্যাচারী ও দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার। দিদি কখন গুন্ডা পাঠাবে, তা কেউ জানে না। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ‘বাংলায় এটা কি চলছে। আরজি করের ঘটনা গোটা দুনিয়ায় কাছে বাংলার মাথা হেট করে দিয়েছে। তবে একটা সময় এই বাংলা শিক্ষা, বিজ্ঞান, আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে গোটা বিশ্বে সেরা ছিল। স্বামী বিবেকানন্দ, ঋষি অরবিন্দ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাংলায় আজ আরজি করের মতো ঘটনা ঘটছে। শাসকদলের লোকজন এই কাণ্ড ঘটিয়েছে। তাঁর সংযোজন, দু’দিন আগে যেই ঘটনা সামনে এসেছে। ফের সেই একই ঘটনা। বাংলার মেয়ে বর্বরতার শিকার। এই ঘটনা দেশকে প্রভাবিত করেছে। ঘটনায় যুক্ত তৃণমূলের গুন্ডারা। তবে এই ঘটনা দেশকে খুব দুঃখ দিয়েছে, বেদনা দিয়েছে। তিনি এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করছেন। তাঁর কথায়, বাংলার তৃণমূল সরকার কবে জাগবে, জানা নেই। গুন্ডাদের কবে ঘরে পাঠাবে, জানা নেই। কবে ওদের বিচার হবে, জানা নেই। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য, দিদি এবং বাংলার সরকারের গুন্ডারা এটা ভুলে যেন না যায়, বাংলার জনতা এবার ওদের শিক্ষা দেবে। তৃণমূলের বিরুদ্ধে আন্দোলন নিয়ে তিনি বলেন, প্রধান বিরোধী দল হিসেবে বিজেপি বিধানসভায় সরব হবে। বিধানসভায় শুভেন্দু দা আওয়াজ তুলবেন। আর বাইরে সুকান্ত দার নেতৃত্বে আন্দোলন চলবে। এই সরকারকে বিদায় না করা পর্যন্ত আন্দোলন জারি থাকবে। কসবা কাণ্ড নিয়ে তাঁরা সিবিআই তদন্ত চান কিনা, এই প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান বলেন, ‘এটা সিবিআইয়ের বিষয় নয়। রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তৃণমূল সরকারকে সরাতে হবে। এই সংকটের সময়ে বাংলার মানুষের পাশে গোটা দেশ আছে।’ তাঁর কথায়, ‘সিবিআই নয়, বাংলার জনতা এর তদন্ত করবে। জনতার আদালতে দোষীদের বিচার হবে এবং এদেরকে বের করে দিতে হবে। তাহলেই বাংলায় শান্তি ফিরে আসবে।’ এদিন মন কি বাত অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, কলকাতা উত্তর শহরতলি জেলার সভাপতি চন্ডীচরণ রায়-সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর মন্তব্যে এবার মুখ খুললেন রাজ্যের আইনমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। রবিবার চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, সে তো কত অভিযুক্তকে আমরা প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গেও ছবিতে দেখেছি। কেউ যদি ব্যক্তিগতভাবে কোনও অপরাধ করে কী করা যেতে পারে। প্রধানমন্ত্রীও কি কাউকে অপরাধ করতে বলেছিলেন? যে করেছে সে আদৌ ছাত্র নেতা নয়।

নিম্নচাপ ও মৌসুমি অক্ষরেখার জোড়া প্রভাবে দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আষাঢ় মাসের শুরুতেই বর্ষা ফিরেছে স্বমহিমায়। ফের তৈরি হয়েছে নিম্নচাপ অঞ্চল। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস, দক্ষিণবঙ্গ থেকে উত্তরবঙ্গে পরবর্তী ছ’দিন জুড়েই রাজ্যের বিস্তীর্ণ অংশে চলবে দফায় দফায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি।

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানাচ্ছে, বর্তমানে উত্তর বঙ্গোপসাগর এবং সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের উপকূলে একটি উচ্চচাপ বলয় তৈরি হয়েছে, যা পরবর্তী ২৪ ঘণ্টায় নিম্নচাপে রূপ নিতে পারে। পাশাপাশি দক্ষিণ-পশ্চিম রাজস্থান থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত মৌসুমি অক্ষরেখা আরও সক্রিয় হয়ে উঠেছে। ফলে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে জলীয় বাষ্প প্রবেশ করছে লাগাতার, বাড়াচ্ছে বৃষ্টির সম্ভাবনা। সোমবার কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকবে প্রায় ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, সর্বনিম্ন ২৬ ডিগ্রির আশেপাশে। ঘণ্টায় ৩০-৪০ কিমি বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে। দুই মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রামে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাসে কমলা সতর্কতা জারি হয়েছে। কলকাতা, হুগলি, দুই বর্ধমান, পুরুলিয়ায় রয়েছে হলুদ সতর্কতা। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, জুন মাসে দক্ষিণবঙ্গে গড় বৃষ্টির চেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়েছে; এখনও পর্যন্ত প্রায় ২৬০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড হয়েছে কলকাতায়, যা স্বাভাবিকের থেকে প্রায় ১৫ শতাংশ বেশি। উত্তরবঙ্গেও একই প্রবণতা। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়িতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনায় হলুদ সতর্কতা জারি হয়েছে। হাওয়া অফিসের মতে, এই অবস্থাকে বর্ষার স্বাভাবিক গতি বলেই মানা হচ্ছে। মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবারও দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলায় হালকা থেকে ভারী বৃষ্টি চলবে। একইসঙ্গে, উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ারেও আজ থেকে বুধবার পর্যন্ত জারি করা হয়েছে হলুদ সতর্কতা। আবহাওয়াবিদদের মতে, এই নিম্নচাপ ও ঘূর্ণাবর্তগুলির ক্রমাগত উদ্ভব মৌসুমের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। জুন মাসে দক্ষিণবঙ্গে গড় বৃষ্টির থেকে বেশি বর্ষণ রেকর্ড হয়েছে। তাঁদের আশা, চলতি বর্ষায় সামগ্রিক ঘাটতি পূরণ হবে। শহরবাসীদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। প্রতিদিনের কর্মসূচির আগে আবহাওয়ার আপডেট দেখে নেওয়ার কথাও বলছেন বিশেষজ্ঞরা।

মধুসূদন দত্তের খিদিরপুরের বাড়িতে প্রোমোটিং নয়, জানালেন মেয়র

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মাইকেল মধুসূদন দত্তের খিদিরপুরের বাড়ি আপাতত কোনওভাবেই ভাঙা বা প্রোমোটিংয়ের অনুমতি দেওয়া হবে না; সাফ জানিয়ে দিলেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। পুরভবনে এদিন তিনি বলেন, ওই বাড়ির কোনও প্ল্যান অনুমোদন করছি না। জায়গাটা বন্ধ রাখা হয়েছে। যেমন আছে, তেমনই থাকবে আপাতত। খিদিরপুর রোডের উপর ওই বাড়িটি এক সময় কবি মধুসূদন দত্ত ভাড়া নিয়ে বাস করতেন বলে দাবি। কিন্তু পরবর্তী কালে বাড়িটি ব্যক্তিগত মালিকের হাতে চলে যায় এবং সংস্কারের অভাবে একাংশ ভেঙেও পড়ে। মেয়র জানান, কোন বাড়িতে মধুসূদন দত্ত ঠিক কতদিন থাকতেন, তার স্পষ্ট তথ্য আমাদের কাছে নেই। শুনেছি তিনি তিন-চারটি বাড়িতে ভাড়া থাকতেন। আমি আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলেছি, নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করুন কোন বাড়িটা তাঁর স্মৃতিবিজড়িত।

তিনি আরও বলেন, যেহেতু বিষয়টি ঐতিহাসিক ও আবেগঘন, তাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তথ্য যাচাই করা দরকার। প্রয়োজনে সংস্কারের জন্য অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থাও করতে হবে। মেয়রের এই অবস্থানেই স্পষ্ট; কবিগৃহ নিয়ে প্রশাসন আপাতত রক্ষণশীল ও সতর্ক।

রক্তদান শিবির করার পরামর্শ অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: রক্তের সংকট মোচনে রবিবার আমডাঙা-৩ মণ্ডলের উদ্যোগে দত্তপুকুর গঙ্গাপুর চৌমাথায় একটি অনুষ্ঠান বাড়িতে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। রক্তদাতাদের উৎসাহ দিতে এদিন হাজির ছিলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। রক্তদান উৎসব-সহ সেবামূলক কাজের মধ্য দিয়ে মানুষের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক গড়তে দলীয় কর্মীদের তিনি পরামর্শ দিলেন। তিনি বললেন, রক্তের সংকট মোচনে বেশি করে রক্তদান শিবির করা দরকার। কারণ, রক্তের বিকল্প কিছু নেই। এমনকী কারখানায়ও রক্ত উৎপাদিত হয় না। উক্ত রক্তদান শিবিরে হাজির ছিলেন দলের ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি মনোজ ব্যানার্জি, জেলার ওবিসি মোর্চার সভাপতি জয়দেব পাল, প্রাক্তন বিধায়ক বিথিকা মণ্ডল, প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি রাহুল সিনহা, বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পান্ডে, আমডাঙা-৩ মণ্ডল সভাপতি সমরজিৎ ঘোষ প্রমুখ।

সম্পাদকীয়

কসবার ঘটনায় ফের ঘরে-বাইরে বেকায়দায় তৃণমূল কংগ্রেস, খুঁজছে পরিত্রাণের পথ

খোদ আইন কলেজেই আইন ভঙ্গের ভয়ঙ্কর ও কুৎসিত অভিযোগ। হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসকের পর এবার শিক্ষাঙ্গনে গণধর্ষণের শিকার সেই কলেজেরই পড়ুয়া। কসবা আইন কলেজের ঘটনা ফের নাড়িয়ে দিয়েছে বঙ্গ সমাজকে। যেখানে শিক্ষার আলো জ্বলে ওঠে, সেখানে এ কেমন অন্ধকার, এবার সেই প্রশ্নই তুলল জাতীয় মহিলা কমিশন। জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্য ডঃ অর্চনা মজুমদার বলছেন, কলেজে একটি মেয়েকে গণধর্ষণ করা হচ্ছে? এটা আমরা কেউ, কখনও কল্পনা করতে পেরেছিলাম? একটি প্রতিষ্ঠান, যেখানে সে তার বন্ধুদের সঙ্গে পড়াশোনা করে, সেখানে তাকে গণধর্ষণ করা হবে? ঘটনার পর মেয়েটির অভিযোগ পাওয়ার পর পুলিশ ব্যবস্থা নেয় এবং অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে। কিন্তু ততক্ষণে যা ক্ষতি হওয়ার তো হয়ে গিয়েছে। তিনি বলেন, আমরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে রাজ্য পুলিশের ডিজিকে চিঠি লিখে ৭২ ঘন্টার মধ্যে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে রিপোর্ট দিতে বলেছি। একদিকে মহিলা কমিশনের তৎপরতা, পাশে প্রশাসনিক ও পুলিশি ব্যবস্থা। এখনও পর্যন্ত মুল অভিযুক্ত-সহ গ্রেফতার চার। তারমধ্যে একজন ওই কলেজের নিরাপত্তারক্ষী। কিন্তু আরজি করের পর কসবার ঘটনায় ফের জেরবার রাজ্যের শাসক দল। ঘটনার মূল অভিযুক্তের সঙ্গে নাম জড়িয়েছে তৃণমূল বিধায়ক তথা কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতি অশোক দেবের। এতে চাপ বেড়েছে দলের। আর সেটা যে কতটা তা মুখ্যমন্ত্রীর দিঘা সফর কাটছাঁট করে ফেরা থেকেই প্রমাণিত। ঘটনার দিনই তৃণমূল ভবনে সাংবাদিক বৈঠকে নজিরবিহীন ভাবে দেখা গেল শশী পাঁজা, কুণাল ঘোষ ও তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্যকে। চলল নানা ভাবে সাফাই দেওয়া, অভিযুক্তের সঙ্গে দলের দূরত্ব তৈরির চেষ্টা। সেই চেনা ছবি। পরদিনই ফের কুণাল-চন্দ্রিমা। সেই ব্যর্থ চেষ্টা। পাপ ঢাকা কি অতই সহজ। কিন্তু এত করেও দলের অন্দরের ফাটল স্পষ্ট। ফুসে উঠেছেন সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সরব মদন মিত্রও। তাঁরা মুখ খুলতেই ফতোয়া জারি করেছে দল। তাঁদের মত ব্যক্তিগত বলে, বাকিদের মুখ খোলার বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছে। কিন্তু তাতেও থামেননি কল্যাণ। এরপর কে? প্রশ্ন দলে?

শব্দবাণ-৩১৬

■	১			২		■
■		■	■		■	■
৩		৪	■	৫		৬
	■		■		■	
৭			■	৮	৯	
■	■		■	■		■
■	১০					■

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. বেসুরো ৩. সমীপ,নিকট ৫. ঝোলা গুড় ৭. এক শিকারি পাখি ৮. পরিত্রাণ ১০. জাদুবলে রচিত উপবন।

সূত্র—উপর-নীচ: ১.ঝঞ্ঝাট, ঝামেলা ২. অনুপস্থিত ৩.আমরা — রাজা ৪. অতীতবিধুরতা ৬. হামাগুড়ি দেওয়া ৯. হত্যা, বধ।

সমাধান: শব্দবাণ-৩১৫

পাশাপাশি: ১. ক্রমোন্নতি ৩. গরমি ৪. মালব ৬. লক্ষণ ৯. জহিন ১০. দানাপানি।

উপর-নীচ: ১. ক্রমিক ২. তিজেল ৩. গঙ্গাজল ৫. বজ্রযান ৭. ক্ষণদা ৮. সুজনি।

জন্মদিন

আজকের দিন

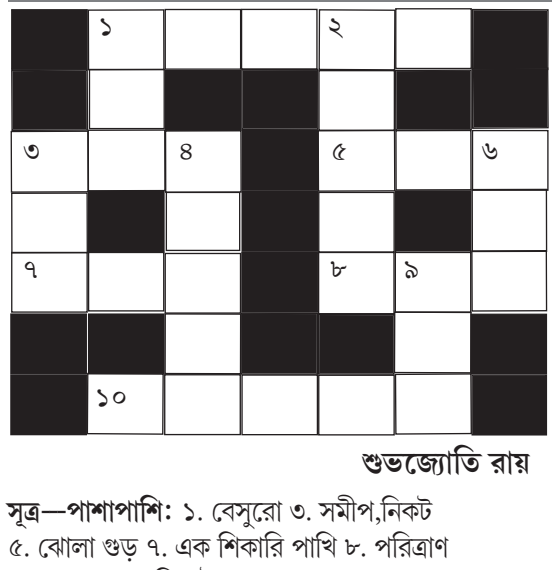

পিটি বোপান্না

১৯০৪ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ টি মারিয়াপ্পার জন্মদিন।*
১৯৫০ *বিশিষ্ট লেখক ও সাংবাদিক পিটি বোপান্নার জন্মদিন।*
১৯৮১ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় মনীশ শর্মার জন্মদিন।*

ব্রিটিশের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের স্মারক হুল দিবস

সন্ন্যাসী কাউরী

ভারতের ইতিহাসে এক বিশেষ তাৎপর্য বহন করে ৩০শে জুন দিনটি । প্রতি বছর এই দিনটিতে পালিত হয় 'হুল দিবস', যা আদিবাসী সমাজের, বিশেষ করে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর এক রক্তক্ষয়ী বিদ্রোহের স্মারক। 'হুল' শব্দের অর্থ 'বিদ্রোহ' বা 'মুক্তিযুদ্ধ'। প্রতি বছর ৩০ শে জুন 'হুল দিবস' পালন করা হলেও, এই দিনটি কেবল একটি বিদ্রোহের বার্ষিকী নয়, বরং আদিবাসী সমাজের আত্মমর্যাদা, অধিকার এবং ঔপনিবেশিক শোষণ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁদের আপসহীন সংগ্রামের প্রতীক। ভারতের ইতিহাসে 'হুল দিবস' পালনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় রয়েছে। ১৮৫৫ সালের ৩০শে জুন ভাগলপুরের (সাঁওতাল পরগনার) ভগনাডিহি গ্রামের এক বিশাল জনসমাবেশে সিধু, কানু, চাঁদ এবং ভৈরব , এই চার মুর্মু ভাইয়ের নেতৃত্বে পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি আদিবাসী সাঁওতাল ব্রিটিশ শাসন এবং জমিদার-মহাজনদের সীমাহীন শোষণের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়েছিলেন। তৎকালীন সময়ে এটি শুধুমাত্র সাঁওতালদের বিদ্রোহ ছিল না, বরং ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতের প্রথম সুসংগঠিত গণসংগ্রাম গুলির মধ্যে অন্যতম। এই বিদ্রোহ আদিবাসীদের ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও জল জমি জঙ্গলের অধিকার প্রতিষ্ঠার এক শক্তিশালী প্রতীক। আদিবাসী জনজাতির মানুষ সাধারণত প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কে আবদ্ধ থাকা সহজ-সরল মানুষ। তাঁরা জঙ্গল ও জমির ওপর নির্ভরশীল হয়ে জীবনযাপন করতেন। কিন্তু ব্রিটিশদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থা এবং মহাজনদের চড়া সুদের হার ও বলপূর্বক জমি দখলের কারণে তাঁদের জীবন একটা সময় দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা চালু হলে সাঁওতালরা পুরনো ঘরবাড়ি ছেড়ে রাজমহলের পার্বত্য অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকে। কিন্তু সেখানে স্থানীয় জমিদারদের শোষণ, নীলকর ও ইজারাদার সাহেবদের অত্যাচার, নতুন রেল লাইনের ঠিকাদারদের অসামাজিক কার্যকলাপ, খ্রিস্টান মিশনারীদের ধর্মান্তরিতকরণ নানাভাবে আদিবাসী জনজাতির জীবন জর্জরিত হতে থাকে। ব্রিটিশ প্রশাসন ও জোরদার জমিদারদের সম্মিলিত অত্যাচারে আদিবাসী জনজাতিরা গবাদিপশু, জল, জমি, জঙ্গলের অধিকার, এমনকি স্ত্রী-সন্তানদেরও হারাতে শুরু করে। শোষণ নিপীড়ন বঞ্চনার মাত্রা চরম পর্যায়ে পৌঁছালে আদিবাসী সাঁওতালরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। আদিবাসী সাঁওতালরা সহজ-সরল জীবন-যাপন ছেড়ে বেছে নেয় বিদ্রোহের পথ। শুরু হয় উলগুলান। তীর-ধনুক ও দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সাঁওতালরা আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত ব্রিটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে অসম যুদ্ধে নেমে পড়েন। সামিল হন সাঁওতাল সমাজের মেয়েরাও। মহাবিদ্রোহের আগে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে ব্যাপকভাবে প্রভাব ফেলেছিল এই সাঁওতাল বিদ্রোহ। সিধু, কানু, চাঁদ ও ভৈরব এই বিদ্রোহে মূলত নেতৃত্ব দেন। তাঁদের সাথে তাঁদের দুই বোন ফুলো ও ঝানোও এই আন্দোলনে অংশ নেন। প্রথমদিকে সাঁওতালরা বেশ কিছু সাফল্য লাভ করলেও, আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত সুসংগঠিত ব্রিটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে তাদের টিকে থাকা খুব কঠিন ছিল। ব্রিটিশরা সাঁওতালদের জঙ্গল থেকে বের করে আনার জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করে।

কিছু বিশ্বাসঘাতকের সাহায্যে ব্রিটিশরা সিধু ও কানুর গোপন আস্তানার খবর পেয়ে যায়। সিধু গ্রেপ্তার হন এবং তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়। ১৮৫৬ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি কানুকে পাঁচকাঠিয়া বট গাছের নিচে ফাঁসি দেওয়া হয়। ফাঁসির মঞ্চ থেকে তিনি ঘোষণা করেছিলেন, 'আমি আবার আসব, আবার সারা দেশে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে তুলব।' আট মাস ধরে চলা এই বিদ্রোহ বা যুদ্ধে সাঁওতালরা পরাজিত হলেও ব্রিটিশ শাসনের ভিতকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। প্রায় ১০ হাজার সাঁওতাল যোদ্ধা মারা যান। এই ঘটনা ভারতের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় অধ্যায় রচনা করে। এই বিদ্রোহ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছিল। শুধু তাই নয় যত্নসাঁওতাল বিদ্রোহ পরবর্তী সময়ে অন্যান্য কৃষক সংগ্রাম ও সিপাহী বিদ্রোহেরও প্রেরণা জুগিয়েছিল।

হুল দিবস সাঁওতালদের বীরত্বপূর্ণ ইতিহাস এবং ঐতিহ্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়। হুল দিবস পালনের মাধ্যমে আদিবাসী সম্প্রদায় তাদের আত্মপরিচয় ও সংগ্রামের স্বীকৃতি পায়। এটি তাদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে এবং তাদের অধিকারের জন্য লড়াই চালিয়ে যেতে উৎসাহিত করে। হুল দিবস শুধুমাত্র একটি ঐতিহাসিক স্মারক নয়, এটি আদিবাসী সমাজের আত্মনিয়ন্ত্রণ, ন্যায়বিচার এবং শোষণের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রামের এক জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। এই বিদ্রোহের কথা স্মরণ করে ও হুল দিবস পালনের মাধ্যমেই সাঁওতালরা তাদের দাবির প্রতি সচেতন হয়ে ওঠে। এই দিনটি ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তরাখণ্ড, ছত্রিশগড়, আসাম, ত্রিপুরা এবং ওড়িশার বিভিন্ন অংশে বিশেষভাবে পালিত হয়। এই দিনে বিভিন্ন আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও মিছিলের আয়োজন করা হয়, যা তাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করে। আজও অন্যায়, অত্যাচার ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর শক্তি যোগায়।

এই বিদ্রোহ আদিবাসীদের ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও জল জমি জঙ্গলের অধিকার প্রতিষ্ঠার এক শক্তিশালী প্রতীক। আদিবাসী জনজাতির মানুষ সাধারণত প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কে আবদ্ধ থাকা সহজ-সরল মানুষ। তাঁরা জঙ্গল ও জমির ওপর নির্ভরশীল হয়ে জীবনযাপন করতেন। কিন্তু ব্রিটিশদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থা এবং মহাজনদের চড়া সুদের হার ও বলপূর্বক জমি দখলের কারণে তাঁদের জীবন একটা সময় দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা চালু হলে সাঁওতালরা পুরনো ঘরবাড়ি ছেড়ে রাজমহলের পার্বত্য অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকে। কিন্তু সেখানে স্থানীয় জমিদারদের শোষণ, নীলকর ও ইজারাদার সাহেবদের অত্যাচার, নতুন রেল লাইনের ঠিকাদারদের অসামাজিক কার্যকলাপ, খ্রিস্টান মিশনারীদের ধর্মান্তরিতকরণ নানাভাবে আদিবাসী জনজাতির জীবন জর্জরিত হতে থাকে। ব্রিটিশ প্রশাসন ও জোরদার জমিদারদের সম্মিলিত অত্যাচারে আদিবাসী জনজাতিরা গবাদিপশু, জল, জমি, জঙ্গলের অধিকার, এমনকি স্ত্রী-সন্তানদেরও হারাতে শুরু করে। শোষণ নিপীড়ন বঞ্চনার মাত্রা চরম পর্যায়ে পৌঁছালে আদিবাসী সাঁওতালরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। আদিবাসী সাঁওতালরা সহজ-সরল জীবন-যাপন ছেড়ে বেছে নেয় বিদ্রোহের পথ। শুরু হয় উলগুলান। তীর-ধনুক ও দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সাঁওতালরা আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত ব্রিটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে অসম যুদ্ধে নেমে পড়েন।

ভারতবর্ষে প্রায় ১১ কোটির ওপর আদিবাসী মানুষের বসবাস। পশ্চিমবঙ্গে ৪০টি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ৬০ লক্ষের ওপর আদিবাসী বসবাস করেন। ত্রিপুরা, আসাম, মনিপুর, ছত্রিশগড়, উড়িষ্যা, ঝাড়খণ্ড রাজ্য গুলোতে মূলত আদিবাসীদের বসবাস।

জনজাতি গোষ্ঠীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য -কোল, ভিল , মুন্ডা , সাঁওতাল, ভূমিজ, ওঁরাও, খেড়িয়া, গারো, খাসিয়া, লেপচা, ভুটিয়া ইত্যাদি। পশ্চিমবঙ্গের উড়িষ্যা ঝাড়খন্ড লাগোয়া পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম জেলাতে মূলত আদিবাসী সম্প্রদায় মানুষেরা বসবাস করেন । এছাড়া বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, আলিপুর সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষেরা বসবাস করেন ।

বনাঞ্চল বা বনাঞ্চল সংলগ্ন এলাকায় সাধারণত আদিবাসী মানুষদের বসবাস। তাই সুপ্রাচীন কাল থেকে আদিবাসী সম্প্রদায়ের জল জমি জঙ্গলের ওপর অধিকার। ২০১৯ সালে সুপ্রিম কোর্ট ভারতবর্ষের প্রায় ১১ লক্ষ আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষকে বনবাসস্থান থেকে উচ্ছেদের নির্দেশ দিয়েছিল । তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৮৫ হাজার মানুষ। ভারতে বসবাসকারী হাজার হাজার আদিবাসী ও অন্যান্য জনজাতিকে উচ্ছেদ করার পেছনে আপাত কারণ খনি ও কলকারখানা । জীববৈচিত্র্যকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে শিল্পোদ্যোগীদের হাতে জমি তুলে দেওয়া হচ্ছে ঝাড়খন্ডে কয়েক হাজার বনভূমি এলাকা দখল করে নিয়েছে আদানি কোম্পানি এই রকমভাবে আদিবাসীদের বনভূমি আবাস কেড়ে নিয়ে খনি হয়েছে, বাঁধ হয়েছে, কারখানা হয়েছে অশিক্ষিত নিরীহ আদিবাসী মানুষেরা পেয়েছে শুধু অবিচার আর বঞ্চনা বিতর্কিত বন সংরক্ষণ (সংশোধনী) বিল লোকসভায় পাস করিয়ে নেয় কেন্দ্রের সরকার। অরণ্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন জনজাতির মানুষ। স্বাধীনতার ৭৭ বছর পরও দেশের মূলবাসীরাই আজও শোষিত, বঞ্চিত, নির্যাতিত, অত্যাচারিত। ছত্রিশগড়ের বস্তার, পশ্চিমবঙ্গের দেউচা পাঁচামি, আসামের ডলু চা বাগান সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কর্পোরেটদের স্বার্থে আদিবাসী মানুষজনকে হত্যা ও উচ্ছেদ করা হচ্ছে।

মনিপুরে আদিবাসী মহিলার ওপর পাশবিক নির্যাতন ও ধর্ষণের ঘটনা, মেদিনীপুরের ডেবরার প্রতিবাদী আদিবাসী শিক্ষককে পিটিয়ে খুন, আদিবাসী মহিলা ধর্ষণ, বীরভূমের আহমেদপুরে আদিবাসী দম্পতি পান্ডু হেমব্রম ও পার্বতী হেমব্রমকে বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে খুন, ওই জেলায় খয়রাশোলে আদিবাসী কিশোরীকে ধর্ষণ করে খুন, মধ্যপ্রদেশে চোর সন্দেহে এক আদিবাসী ব্যক্তিকে পিটিয়ে খুন, সিআরপিএফ এর গুলিতে আদিবাসী মানুষের মৃত্যুর ঘটনা সহ আদিবাসীদের ওপর অত্যাচারের নানান ঘটনা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। এরকম পশ্চিমবঙ্গেও বিভিন্ন প্রান্তে আদিবাসী জনজাতি তাদের নানান অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। সাধারণত প্রান্তিক অঞ্চলে বসবাস করা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষরা । নানান কারণে বিভিন্ন দেশে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর মানুষ এখনো বিভিন্ন মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। জোরপূর্বক আদিবাসীদের ভূমি দখল, পাট্টা সময় মতো না দেওয়া, সামান্য উপঢৌকন দিয়ে আদিবাসীদের ভুল পথে পরিচালনা করা, জল, জমি, বসতবাড়ি থেকে উচ্ছেদ, ছোট জাত বলে ঘৃণার চোখে দেখা, সামাজিক বৈষম্য সহ নানান রকম সমস্যায় আদিবাসী সম্প্রদায় জর্জরিত। বর্তমান ডিজিটাল যুগে একটা অংশের সরকারি আধিকারিকদের সহায়তায় অ-আদিবাসী মানুষজন জাল তপশীলি উপজাতি শংসাপত্র তৈরি করে, চাকরিসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছে। আর বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন প্রকৃত আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজন। আদিবাসীদের কাছে হুল দিবস কেবল পালনীয় দিন নয়। এই দিনটি অন্যায়, অত্যাচার ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর শক্তি সঞ্চয়ের দিন। জল জমি জঙ্গলের অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার দিন।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

বহরমপুর কলেজের হস্টেলে ছাত্র ‘র‍্যাগিং’

পাঁচ ছাত্রকে হস্টেল থেকে বহিষ্কার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বহরমপুর: ফের ছাত্র র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ উঠল বহরমপুর কলেজ হস্টেলের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রদের বিরুদ্ধে। প্রথম বর্ষের নির্যাতিত দুই ছাত্র ই-মেল মারফত সরাসরি অভিযোগ জানায় ইউজিসি’র অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটি’র কাছে। ইউজিসির নির্দেশে অভিযোগ খতিয়ে দেখে বহরমপুর কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের চতুর্থ সেমেস্টারের পাঁচ ছাত্রকে হস্টেল থেকে বহিষ্কার করলেন বহরমপুর কলেজ কর্তৃপক্ষ। ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বহরমপুরে। বহরমপুর কলেজের অধ্যক্ষ সমরেশ মণ্ডল বলেন, ‘অভিযুক্ত ও অভিযোগকারীদের ডেকে পৃথক পৃথকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। পাঁচ অভিযুক্ত দোষী প্রমাণিত হওয়ার তাদের হস্টেল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। পাশাপাশি তাদের নিজেদের শুধরে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে।’

শিক্ষাঙ্গণে র‍্যাগিংয়ের শিকারে প্রাণ গিয়েছে বেশ কয়েকজন কৃতী ছাত্রের। যাদবপুরের ঘটনার পর রাজ্য জুড়ে তোলপাড় শুরু হয়। কলেজে কলেজে অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটি গঠন করে নজরদারি করার নির্দেশ দেয় ইউজিসি কর্তৃপক্ষ। কিন্তু অ্যান্টি রাগিং কমিটি যে কিছুই নজরে রাখেনা তার প্রমাণ মিলল ফের বহরমপুরে। কলেজগুলির অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটির দিকেই ফের আঙুল উঠতে শুরু করেছে। অভিভাবিকদের দাবি, কলেজে হস্টেলে ছেলে মেয়েদের নিয়ে তাঁরা নিশ্চিন্ত নন। বহরমপুর কলেজের ঘটনা আবারও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। বহরমপুর কলেজ হস্টেলে র‍্যাগিং যে বন্ধ হয়নি, তা কান পাতলেই শোনা যাচ্ছিল। র‍্যাগিং হলেও এতদিন কেউ কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ আনতে সাহস পায়নি। নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে প্রথম বর্ষের ভূগোল অনার্সের দুই ছাত্র দ্বিতীয় বর্ষের চতুর্থ সেমেস্টারের পাঁচ ছাত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে। দুই ছাত্র ইউজিসির অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটির কাছে সরাসরি অভিযোগ জানায়। শনিবার বহরমপুর কলেক কর্তৃপক্ষের কাছে ইউজিসির নির্দেশ আসার পরই নড়েচড়ে বসেন তাঁরা। র‍্যাগিং হয়েছে বলে স্বীকারও করে নিয়েছেন কলেজ কর্তৃপক্ষ। কলেজের অধ্যক্ষ জানিয়েছেন, ইউজিসিকে না জানিয়ে ছাত্রদের আগে কলেজ কর্তৃপক্ষকে জানানো উচিত ছিল। যদিও অভিযোগকারী দুই ছাত্রের দাবি, ‘কলেজ কর্তৃপক্ষ আগেও এই বিষয়ে কোন হস্তক্ষেপ করেনি। কলেজ কর্তৃপক্ষ বিষয়টি ঝেড়ে ফেলে ধামাচাপা দিতে পারে মনে করেই আমরা ইউজিসিকে কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি।’ বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক জলঘোলা হতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যে পাঁচ অভিযুক্তকে হস্টেল ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর তারপর থেকেই প্রথম বর্ষের দুই ছাত্র নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন বলেই জানা গিয়েছে।

মেমারি কলেজে ক্ষমতা দখল নিয়ে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, গ্রেপ্তার তিন

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেমারি: ক্ষমতা দখলকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদ মেমারিতে। ঘটনায় গ্রেপ্তার তিন জন। মেমারিতে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নতুন নয়। এর আগেও মেমারিতে বহুবার তৃণমূলের দলীয় কোন্দল দেখা গিয়েছে। গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে হাতাহাতির ঘটনাও ঘটেছে একাধিকবার। তবে এক্ষেত্রে ঘটনা মেমারি কলেজের ক্ষমতা দখলকে কেন্দ্র করে।

জানা গিয়েছে, মেমারিতে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদ চরমে পৌঁছয়। যার জেরে গত শনিবার রাতে মেমারি স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় মারামারির ঘটনা ঘটে। ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে তিন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কর্মীকে। রবিবার তাদের বর্ধমান আদালতে পেশ করে মেমারি থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতরা হল রুদ্রকান্ত ঘোষাল, মেমারির গাস্তার বটতলার বসিন্দা, অর্ণব চৌধুরী বাড়ি দেহুরা এলাকায় এবং শেখ নায়েস আলি, বাড়ি মেমারির তালপাতা এলাকায়। ঘটনার সূত্রপাত, মেমারি কলেজের ক্ষমতা কাদের দখলে থাকবে তাই নিয়ে। এক গোষ্ঠীর ছাত্র নেতাকে মাটিতে ফেলে মারধরের অভিযোগ দায়ের হয় মেমারি থানায়। পাল্টা মারধরের অভিযোগ দায়ের হয় অন্য গোষ্ঠীর বিরুদ্ধেও। সেই সংঘর্ষের ঘটনায় তিন জনকে গ্রেপ্তারের পাশাপাশি রবিবার দুপুরে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে বর্ধমান আদালতে পেশ করে মেমারি থানার পুলিশ।

এগ্রি ক্রেডিট সোসাইটির নির্বাচনে তৃণমূলের জয়

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: বনগাঁ ব্লকের বৈরমপুর এলএস প্রাইভেট কো-অপারেটিভ এগ্রি ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেডে নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হলো তৃণমূল। রবিবার ছিল নির্বাচনে ১২ জন তৃণমূল প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশ নেন। বিরোধীরা এদিনের নির্বাচনে অংশ না নেওয়ায় সব তৃণমূল প্রার্থী জয়ী হন। এবিষয়ে স্থানীয় এক তৃণমূল নেতা বলেন, ‘আমরা দলের পক্ষ থেকে ১২ জন প্রার্থী মনোনয়ন দিয়েছিলাম। বিরোধীরা প্রার্থী খুঁজে না পাওয়ায় প্রার্থী দিতে পারেনি। আমরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছি।’ আবার স্থানীয় বিজেপি নেতার অভিযোগ, ‘কখন কোথায় ভোট হয় আমাদেরকে জানানো হয় না, নিজেরা নিজেদের মতো করেই তারিখ ঠিক করেন আর নিজেদের মতো করে মনোনয়নপত্র জমা দিয়ে জয় লাভ করেন এটা পুরোপুরি ভাবেই আইন বিরোধী।’

জামালপুরে বিজেপির বিক্ষোভ, থানা ঘেরাও

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: কসবায় আইনি ছাত্রীকে ধর্ষণের ঘটনার প্রতিবাদে শনিবার কলকাতার গড়িয়াহাটে বিক্ষোভে নামেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। কিন্তু পুলিশি বাধার মুখে শেষে গ্রেপ্তার হতে হয়। এক মাসের মধ্যে এই নিয়ে তৃতীয়বার রাজ্য বিজেপি সভাপতিকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। গ্রেপ্তার হওয়ার পর প্রিজন ভ্যান থেকেই সাংবাদিকদের উদ্দেশে সুকান্ত মজুমদার বলেন, ‘বাংলার মেয়েদের সম্মানের জন্য বারবার গ্রেপ্তার হলেও আমি রাজি আছি। এটা আমার কর্তব্য।’

এই ঘটনার প্রতিবাদে রবিবার পূর্ব বর্ধমানে জামালপুরে বিজেপির তরফে থানা ঘেরাও কর্মসূচি পালন করা হয়। বিজেপির দাবি, ‘রাজ্যে একের পর এক নারকীয় ঘটনা ঘটলেও সরকার দায় নিতে চায় না। প্রতিবাদ করলেই পুলিশ দিয়ে কণ্ঠরোধের চেষ্টা হচ্ছে।’

কসবাকাণ্ড ঘিরে রাজ্য জুড়ে প্রতিবাদ ও রাজনৈতিক তরজায় উত্তপ্ত হয়ে উঠছে পরিস্থিতি।

চাকরির নামে লক্ষাধিক টাকা প্রতারণা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসত: চাকরি দেওয়ার নামে লক্ষাধিক টাকা প্রতারণার অভিযোগ বিজেপি নেতা হরিওম বাল্মিকীর বিরুদ্ধে। গভীর রাতে হাওড়া এলাকা থেকে বিজেপি নেতাকে গ্রেপ্তার করে আমডাঙা থানার পুলিশ।

অভিযোগ, চাকরি দেওয়ার নাম করে বিজেপি নেতা হরিওম বাল্মিকী তাদের দলেরই এক বিজেপি নেত্রী থেকে এক লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেয়। এরপর দিনের পর দিন কেটে গেলেও চাকরি না মেলায় ওই বিজেপি নেত্রী প্রতারিত হয়েছে বুঝতে পেরে আমডাঙা থানায় বাল্মীকির বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগের ভিত্তিতে শনিবার গভীর রাতে হাওড়ার বাসভবন থেকে গ্রেপ্তার করা হয় বিজেপি নেতা হরিওম বাল্মীকি কে। রবিবার তাকে বারাসাত জেলা আদালতে পেশ করা হলে, বিচারক তাকে ৪ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। যদিও ধৃতের পরিবারের দাবি, ষড়যন্ত্র করে তাঁকে ফাঁসানো হচ্ছে। এরকম ধরনের কাজ সে করতে পারে না।

বাঁকুড়া হারাল নিজ রেলপথ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়ার ঐতিহ্যবাহী রেলপথ বি ডি আর আর শীঘ্রই হারিয়ে যাবে। গত শনিবার রেলমন্ত্রী হাত দিয়ে সেই সূচনাই হল। এমনটাই মনে করছেন বাঁকুড়াবাসীদের

অনেকেই। পুরুলিয়া থেকে বাঁকুড়া ও মশাগ্রাম হয়ে হাওড়া সরাসরি মেমু ট্রেন চালু নিয়ে বিতর্কের ঝড় উঠেছে জেলা জুড়ে। এই ট্রেনটিকে বাঁকুড়ার পরিবর্তে পুরুলিয়া-হাওড়া ভায়া মশাগ্রাম করায় জেলাবাসীর অনেকেই হতাশ। রবিবার সকালে বাঁকুড়া স্টেশনে প্রভাত কুণ্ডু, অনিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অতসি গঙ্গোপাধ্যায়-সহ অনেকেই জানান, এই ট্রেনটি আর বাঁকুড়ার ঐতিহ্য থাকল না। পুরুলিয়া-হাওড়া ভায়া মশাগ্রাম মেমু হয়ে গেল। এভাবে বাঁকুড়া দামোদর রিভার রেলওয়েজ (বিডিআরআর) নামটাই একদিন মুছে দেওয়া হবে। একটা ইতিহাস মুছে যাবে। রবিবার ট্রেনটি ৫টা ১২মিনিটে বাঁকুড়া স্টেশন থেকে মশাগ্রামের উদ্দেশে ছেড়েছে। উল্লেখ্য, এই মেমু ট্রেনটি পুরুলিয়া থেকে ভোর ৪টায় ছেড়ে ৫টা স্টেশনে দাঁড়িয়ে বাঁকুড়ায় আসবে ৫টা ৫৫মিনিটে এবং ছাড়বে ৬টা নাগাদ। ট্রেন যাত্রীদের বক্তব্য, এতদিন পর্যন্ত ট্রেনটি বাঁকুড়ায় ছাড়তো ভোর ৫টায়। এখন বাঁকুড়া থেকে এক ঘণ্টা দেরিতে ছাড়বে। এরফলে দুপুর ১২টার আগে হাওড়া পৌঁছনো সম্ভব নয়। তাদের মতে বাঁকুড়াবাসীদের দীর্ঘদিনের আশা ছিল যে এই ট্রেনে চড়ে বেলা ১০টার মধ্যে হাওড়া পৌঁছে যাবেন। ফলে কলকাতার হাসপাতালগুলির চিকিৎসা ও সরকারি কার্যালয়গুলির পরিষেবা নিতে পারবেন। কিন্তু সে সুযোগ আর থাকল না। প্রসঙ্গত, গত শনিবার সাঁতরাগাছি স্টেশন থেকে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব সাংসদ সৌমিত্র খাঁকে পাশে নিয়ে পুরুলিয়া থেকে হাওড়া ভায়া মশাগ্রাম মেমু লোকাল ট্রেনটি চালু করেন। রেল দপ্তরের নিজস্ব অ্যাপ অনুসারে, দক্ষিণ-পূর্ব রেলের নোটিফিকেশনে জানানো হয়েছে, সিসি/৬৮১২২/৬৮১২১/ ২৫ জুন, ২৭ জুন এই মেমু লোকালটি ভোর ৪টে নাগাদ পুরুলিয়া ছেড়ে বাঁকুড়ায় ৫ টা ৫৫ এবং হাওড়ায় ১১টা ৪০ মিনিটে পৌঁছবে। অন্যদিকে, হাওড়ায় বিকেল ৪টে ১৫ মিনিটে ছেড়ে বাঁকুড়া রাত ১০টা ০৫ মিনিট ও পুরুলিয়ায় ১১টা ১৫ মিনিট নাগাদ পৌঁছবে। নিত্য যাত্রী সনৎ চট্টোপাধ্যায় ও হেমন্ত খাটার বক্তব্য, ‘পুরুলিয়া থেকে ট্রেনটি সব স্টেশনে দাঁড়িয়ে যাতায়াত করায় যাত্রীদের ভিড় এবং দেরিতে চলার আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে। এতে বাঁকুড়াবাসীর কোনও লাভ হল না বরং সমস্যাই বাড়ল।’ তাঁদের আরও বক্তব্য, আদ্রা-হাওড়া রানি শিরোমনি ট্রেনটি বাঁকুড়ায় সকাল ৫টা ২২ মিনিটে আসে এবং ১০টা ২০ মিনিট নাগাদ হাওড়ায় পৌঁছে যায়। এই নতুন মেমু ট্রেনে বাঁকুড়াবাসীর কোন লাভ নেই। পুরাতন অভ্যাসবশে জেলার অনেকেই এই ট্রেনটিকে বিডিআরআর বলে থাকতেন। বাঁকুড়ার নিজস্ব ট্রেন বলে গর্ব করতেন। গত শনিবার থেকে তাও হারালেন। প্রচারের আলোয় থাকবে পুরুলিয়া-হাওড়া ভায়া মশাগ্রাম মেমু।

সদ্যোজাতর পচাগলা দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: নদী থেকে উদ্ধার সদ্যোজাত শিশুর পচাগলা মৃতদেহ। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ব্লকের জলঘর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ফতেপুর এলাকার ঘটনা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন দুপুরে আত্রেয়ী নদীতে স্নান করতে গিয়ে সদ্যোজাত শিশুটির মৃত দেহটি ভেসে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। এরপর তড়িঘড়ি তাঁরা খবর দেন বালুরঘাট থানায়। পুলিশ এসে ঘটনাস্থল থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে। যদিও এই প্রতিবেদন লেখার সময় পর্যন্ত ওই শিশুটির নাম পরিচয় কিংবা তাঁর পরিবারের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। তবে স্থানীয়দের অনুমান কেউ বা কারা ওই সদ্যোজাত শিশুটির মৃতদেহ নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছে। যদিও পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বালুরঘাট থানার পুলিশের তরফে।

পদ্ম ছেড়ে ঘাসফুলে যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের গোগলা অঞ্চলে দলে দলে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদানের হিড়িক। ২৬ ও ২৭ জুন গোগলা অঞ্চলের রসিকডাঙা এলাকায় বেশ কয়েকজন বিজেপি কর্মী তৃণমূলের হাত ধরেছেন। এর ফলে ওই এলাকায় যেমন বিজেপির শক্তি ক্ষীন হচ্ছে, তেমনি শক্তি বাড়াচ্ছে তৃণমূলের। রবিবার রসিকডাঙা গ্রামের বিজেপির শক্তি কেন্দ্র প্রমুখ পদে থাকা জগন্নাথ রুইদাস ও তার সঙ্গে আরও বেশ কয়েকজন বিজেপি কর্মী গোগলা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি গৌতম ঘোষের হাত থেকে তৃণমূলের দলীয় পতাকা হাতে নিলেন। সদ্য বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলের যোগদানকারী জগন্নাথ রুইদাস জানান, ‘বিজেপিতে থেকে মানুষের কাজ করতে পারছিলাম না, সময় অসময়ে পাশে ছিল না দল। সেই কারণেই মানুষের পাশে থাকবার জন্য শাসক দলে যোগদান।’

আমতায় ২১-এর প্রস্তুতি সভায় বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, জয়পুর: এই মুহূর্তে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের ঘোষিত ২১ জুলাই কর্মসূচির প্রচার চলছে জোরকদমে। কেন্দ্র ভিত্তিক প্রস্তুতি সভাও চলছে। রবিবার হাওড়ার আমতা বিধানসভা কেন্দ্রে দেখা গেল একইসঙ্গে দুটি তৃণমূল প্রস্তুতি সভা। একটি খালনা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের ডাকে। অন্যটি আমতা কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের ব্যানারে। দুটি সভার দূরত্ব ছিল মাত্র পঞ্চাশ মিটার। সাবগাছতলা বাস স্টপেজের আশেপাশে দুটি সভাকে তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে গোষ্ঠী কোন্দল বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। যদিও দুটি আলাদা অঞ্চলের সভা বলে ড্যামেজ কন্ট্রোল তৃণমূল নেতৃত্বের।

পুলিশকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বিতর্কে বিধায়ক সুব্রত ঠাকুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, গাইঘাটা: কসবার প্রতিবাদ সভায় পুলিশকে কড়া ভাষায় হুঁশিয়ারি বিজেপি বিধায়ক সুব্রত ঠাকুরের। রবিবার, গাইঘাটা থানার সামনে এক বিক্ষোভ সভার আয়োজন করে বিজেপি। সেই সভা থেকে বিতর্কিত মন্তব্য করতে শোনা যায় বিজেপি বিধায়ক সুব্রত ঠাকুরকে। তিনি বলেন, ‘পুলিশের গলায় পাট্টা পড়ানো আছে। যে সংগঠনটা পুলিশের ছিল সেটা উঠিয়ে দিয়ে পাট্টা পরিয়ে দিয়ে অ্যালসেশিয়ান কুকুর বানিয়ে দিয়েছে কিছু করার নেই। তাই যতই আপনারা চেঁচামেচি করুন, যতক্ষণ না সকল সনাতনীরা একত্রিত হয়ে এই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো নিকৃষ্ট, অভদ্র, জঘন্য মহিলাকে পশ্চিমবঙ্গের মসনদ থেকে না সরাবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনও মহিলা সুরক্ষিত নন।’ এদিন সুব্রত ঠাকুর বিক্ষোভ প্রতিবাদ মিছিল সভা বক্তব্য রাখতে গিয়ে আরও বলেন, ‘পুলিশ হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পোষা কুকুরের মতো। কামদুনি, পার্কস্ট্রিট, কসবার মতো ঘটনা গাইঘাটাতেও ঘটতে পারে কিচ্ছু করার নেই। আপনারা যখন আন্দোলন করবেন পুলিশ আপনাদের লকাপে নিয়ে গিয়ে অত্যাচার করবে।’ এদিন কসবা কাণ্ডের প্রতিবাদে গাইঘাটা থানার সামনে বিজেপির পক্ষ থেকে প্রতিবাদ বিক্ষোভ সভার আয়োজন করা হয়। এদিনের সভায় কয়েকশো বিজেপি কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতি দেখা যায়। এদিন সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সুব্রত ঠাকুর আরও জানান, ‘কল্যাণ, মদন, মহুয়ার যে মন্তব্য, মূল ইস্যুকে ঘোরানোর চেষ্টা। তৃণমূলে এই ধরনের বড় ঘটনা যখন ঘটে, তখন তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই ধরনের ‘মাল’গুলোকে মাঠে নামানো হয়।’ তিনি আরও বলেন, ‘যেদিন তৃণমূল ক্ষমতাচ্যুত হবে, এদের একটাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। দেখবেন কেমন ‘গুড়, বাতাসা’, ‘চরাম চরাম’ হবে ভেবে পাচ্ছেনা।’

দেশের ভবিষ্যৎ গড়ার ভূমিকায় পুলিশ যখন শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: প্রশাসনিক কাজকর্ম সারার পর পুলিশকে বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কাজে দেখা যায়। এবার শিক্ষকের ভূমিকায় দেখা গেল পুলিশ আধিকারিককে।

রবিবার উখরা কে বি ইনস্টিটিউশন স্কুল কক্ষে স্বেচ্ছাসেবী পঠনপাঠন সংস্থা ‘সহজ পাঠ’এর হাত ধরে পড়ুয়াদের ক্লাস নিলেন অন্ডাল থানার উখরা পুলিশ আউট পোস্টের আধিকারিক শিউলি মণ্ডল। ক্লাস নেওয়া ছাড়াও এদিন তিনি পড়ুয়াদের উপহার দেন। বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটান তাদের সঙ্গে। শিক্ষকের ভূমিকায় শিউলি মণ্ডল ‘গুড টাচ’, ‘ব্যাড টাচ’ সম্পর্কে পড়ুয়াদের অবগত করেন। ব্যাড টাচ বোঝার উপায়, এরকম খারাপ ব্যবহার কেউ করলে কী করা উচিৎ সেই সম্পর্ক পড়ুয়াদের বোঝান। মোবাইলে সমাজমাধ্যম ব্যবহারের ক্ষেত্রে কী কী সর্তকতা অবলম্বন করা প্রয়োজন, প্রাপ্ত বয়স হওয়ার আগে কেন বিয়ে করা উচিত নয়, সেই বিষয়েও আলোকপাত করেন তিনি। ‘সহজ পাঠ’ সংস্থার পক্ষে স্বর্ণালী দে বলেন, ‘সমাজের পিছিয়ে পড়া শ্রেণির পরিবারের সন্তানদের এখানে ব্যবহারিক শিক্ষার পাঠ দেওয়া হয়। মাঝেমধ্যেই অতিথি শিক্ষক হিসাবে ক্লাস নেন প্রশাসনিক কর্তা ব্যক্তিরা।’ এদিন উখড়া ফাঁড়ির আইসি সেরকমই অতিথি শিক্ষক হিসাবে উপস্থিত হন বলে জানান তিনি। পুলিশ আধিকারিকের ক্লাস করতে পেরে খুশি পড়ুয়ারাও।

কুপিয়ে খুনের চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: মাঠে ছাগল বাঁধা নিয়ে ঝামেলা। তার জেরে যুবককে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুনের চেষ্টার অভিযোগ প্রতিবেশী যুবকের বিরুদ্ধে। গ্রেপ্তার অভিযুক্ত যুবক কার্তিক দাস। আহত যুবকের নাম সহদেব মণ্ডল। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার হাসনাবাদ থানার অন্তর্গত রূপমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম খেজুরবেড়িয়া গ্রামে। পুলিশ এবং স্থানীয় সূত্রে খবর, প্রথমে সহদেব মণ্ডলের সঙ্গে প্রতিবেশী যুবক কার্তিক দাসের বচসা বাঁধে। এরপর সহদেবের পরিবারের সদস্যরা মাঠে ছাগল বাঁধতে গেলে তুমুল অশান্তি হয়। তারপর সহদেব বাড়ি ফিরলে তাঁকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে প্রথমে মাথায় কোপ পরে শরীরে একাধিক জায়গায় কুপিয়ে খুনের চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ। স্থানীয়রা রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে বসিরহাট হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে কলকাতা আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অবস্থা আশঙ্কাজনক। খবর পেয়ে হাসনাবাদ থানার পুলিশ কার্তিক দাসকে অস্ত্র-সহ গ্রেপ্তার করে।

SBI

এসবিআই, হোম লোন সেন্টার রাজারহাট (১৬৮২২)
বেঞ্চমার্ক, সিটি সেন্টার-২ এর কাছে, নিউ টাউন, সন্তোষ চেম্বার, ব্লক-এ, ২য় ফ্লোর, রাজারহাট নিউ টাউন, বাইপাস রোড, নোয়াপাড়া, পোস্ট- হাতিয়ারা, কলকাতা-৭০০১৬১। ই-মেইল: sbi.16822@sbi.co.in

সারফায়েসি এক্ট, ২০০২ -এর সেকশন ১৩(২) -এর অধীন বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতাগণ ব্যাঙ্ক থেকে প্রাপ্ত ঋণ সুবিধার মূল ও সুদ পরিশোধে খেলাপি হয়েছেন এবং উক্ত লোন কে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ) হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। তাদের সর্বশেষ পরিচিত ঠিকানায় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে তাদের নোটিশগুলি জারি করা হয়েছিল কিন্তু সেগুলি প্রাপ্তিস্বীকার ছাড়া ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সেইজন্য এইভাবে তাদের এই পাবলিক নোটিশ এর মাধ্যমে জানানো হচ্ছে।

ক্র. নং.	ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণের নাম সহ ঠিকানা, এ/সি নং এবং শাখার নাম	স্বত্ব দলিল জমা দিয়ে বন্ধকীকৃত সম্পত্তির বিবরণ।	নোটিশের তারিখ এনপিএ-এর তারিখ	বকেয়া পরিমাণ
১.	**শ্রী উৎপল মন্ডল** পিতা- তারাপদ মন্ডল **শ্রীমতী সোমা মন্ডল** স্বামী- শ্রী উৎপল মন্ডল **উভয়েরই বাসস্থান:** মধ্য সোনাপুকুর, পোস্ট-সোনাপুকুর, থানা- হাড়োয়া, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা-৭৪৩৫০২। **উভয়েরই আরও বাসস্থান: ফ্ল্যাট নং ‘সি’**, ৩য় ফ্লোর, **“হাকম অ্যাপার্টমেন্ট”**, বিষ্ণুপুর-বটতলা, বাসিনা, পোস্ট- কদমপুকুর, থনা- রাজারহাট, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা, কোল- ৭০০১৩৫। **হোম লোন এ/সি নং. ৬২৪৭৯১৪৭৭৪৩, সুরক্ষা এ/সি নং. ৬২৪৭৯১৪৯৩২১** **রাজারহাট মেইন রোড শাখা (৭০৮১৬)**	**তফসিল ‘গ’ অংশ - I** **চার্জের প্রকৃতি : শূন্য** **অংশ - II** **“হাকম অ্যাপার্টমেন্ট”** নামক **জি+৪ ভবনের তৃতীয় ফ্লোরে ৫৬০ বর্গফুট পরিমাপের** বিল্ট আপ এলাকাযুক্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক **ফ্ল্যাট (নং ৩সি)** এর সকল যার মধ্যে ১টি শয়নকক্ষ, ১টি ডাইনিং রুম, ১টি প্যান্ট্রি/রান্নাঘর, ১টি টয়লেট, ২টি বারান্দা এবং টাইলস মেঝে রয়েছে সেইসঙ্গে উক্ত ভবনের পরিষেবা এলাকা সহ ভবনের ফ্ল্যাটের সাধারণ এলাকার ব্যবহারের অধিকার সহ। মৌজা বাসিনা, জে.এল. নং ৩১, আর.এস. নং ৫৩, তৌজি নং পুরাতন ৩৭, নতুন ১০, পুরাতন খতিয়ান নং ৭১৪, ৬০৪, এল.আর. খতিয়ান নং ১৮৫৩, আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ২১৯, ২১৯/১৪১৮, রাজারহাট বিষ্ণুপুর ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা- রাজারহাট, জেলা উত্তর ২৪ পরগনার অন্তর্গত। বই-১, খণ্ড নং ১৫২৩-২০১৬, পৃষ্ঠা ২৮১৮৫১ থেকে ২৮১৮৭২ পর্যন্ত এ.ডি.এস.আর.ও. রাজারহাট নিউ টাউনে নিবন্ধিত ২০১৬ সালের মালিকানা দলিল নং ১৫২৩০৯১৬০। **সম্পত্তিটি শ্রী উৎপল মন্ডল পিতা- তারাপদ মন্ডল এর নামে আছে।** **ফ্ল্যাটটি নিম্নলিখিত ভাবে পরিবেষ্টিত এবং সীমানাযুক্ত:-** উত্তরে- ফ্ল্যাট নং বি, দক্ষিণে- গ্রাউন্ড ফ্লোরের সাধারণ খালি জমি, পূর্বে- ফ্ল্যাট নং ডি, পশ্চিমে- গ্রাউন্ড ফ্লোরের সাধারণ খালি জমি।	**সেকশন ১৩(২) এর অধীন নোটিশের তারিখ ০২.০৬.২০২৫** **এনপিএর তারিখ ২৬.০৫.২০২৫**	**হোম লোন অ্যাকাউন্ট নং – ৬২৪৭৯১৪৭৭৪৩, সুরক্ষা অ্যাকাউন্ট নং. ৬২৪৭৯১৪৯ ৩২১ ১০,১৪,৩২৬.৩৫ টাকা (দশ লক্ষ চৌদ্দ হাজার তিনশো ছাব্বিশ টাকা পঁয়ত্রিশ পয়সা মাত্র) ২৬.০৫.২০২৫ অনুযায়ী** তদুপরি সুদ। এছাড়াও আপনাকে চুক্তিভিত্তিক হারে পূর্বোক্ত পরিমানের উপর ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদি সহ ভবিষ্যতের সুদ প্রদান করতে হবে।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা(দের) এবং তাদের জামিনদার(দের) (যেখানে প্রযোজ্য) এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া অর্থ প্রদানের জন্য বলা হয়েছে, যা ব্যর্থ হলে ৬০-এর মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সেকশন ১৩ এর সাব-সেকশন (৪) এর অধীনে এই নোটিশের তারিখ থেকে।

তারিখ: ৩০.০৬.২০২৫
স্থান: রাজারহাট

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

সুকান্তর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে কাঁকসা থানা ঘেরাও বিজেপির

পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি, রাতভর অবস্থান বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: কলকাতায় 'ল' কলেজে ছাত্রীকে ধর্ষণের ঘটনায় প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে গ্রেপ্তার হন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। ঘটনার প্রতিবাদে রাজ্য জুড়ে শনিবার বিক্ষোভে নামেন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। শনিবার রাতে হঠাৎই বিজেপির তরফে কাঁকসা থানা ঘেরাও করে চলে বিক্ষোভ। এদিন বিক্ষোভে সামিল হন বিজেপির ব্লক এবং জেলা নেতৃত্ব। থানার সামনে বেশ কিছুক্ষণ বিক্ষোভ দেখানোর পর বিজেপি কর্মী সমর্থকরা নিজেদেরকেও গ্রেপ্তার করার দাবি জানিয়ে থানার ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করলে পুলিশের সঙ্গে শুরু হয় ধস্তাধস্তি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে কাঁকসা থানা চত্বরে ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পুলিশের বাধা পেয়ে অবশেষে থানার সামনে কাঁকসা রোড অবরোধ করে অবস্থান-বিক্ষোভে বসেন বিক্ষোভকারীরা। যতক্ষণ না বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে মুক্তি

দেওয়া হচ্ছে, ততক্ষণ তাদের আন্দোলন চলবে বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয় বিজেপির তরফে। পরে মধ্য রাতে পুলিশের আশ্বাসে রাস্তার অবরোধ উঠিয়ে নেন বিজেপি কর্মীরা।

বর্ধমান সদরের বিজেপির জেলা সহ সভাপতি রমন শর্মার অভিযোগ, 'একটা ধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্তদের শাস্তির দাবিতে সুকান্ত মজুমদারকে যেভাবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তা অনৈতিক। এই রাজ্যে অন্যায়ের প্রতিবাদ জানাতে গেলে বিরোধীদের গ্রেপ্তার হতে হয়। রাজ্য জুড়ে শাসকের আইন চলছে। তৃণমূলের ছত্র ছায়ায় অপরাধীরা একের পর এক অন্যায় করেই চলেছে।' অবশেষে সুকান্ত মজুমদারকে অবিলম্বে মুক্তির দাবি জানিয়ে আন্দোলনে নামার হুমকি দিয়েছে জেলা বিজেপি। হয় সুকান্ত মজুমদারকে মুক্তি দিতে হবে, তা না হলে তাদেরও গ্রেপ্তার করতে হবে বলে তারা জানিয়েছে।

জল থই থই গোটা ক্লাসরুম, তাতেই চলছে পঠনপাঠন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাটোয়া: স্কুলের ক্লাসরুমের মধ্যেই জমে রয়েছে বৃষ্টির জল। আর জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়াচ্ছেন শিক্ষক। একই সঙ্গে ওই জলের মধ্যে দাঁড়িয়েই ক্লাস করছে পড়ুয়ারাও। তবে এই চিত্র নতুন নয়। বিগত ৮-১০ বছর ধরে বর্ষা নামলেই এমনই ছবি দেখা যায় পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া ১ ব্লকের গীধগ্রাম পঞ্চায়েতের কলসা অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। শুক্রবার ভারী বৃষ্টির পর শনিবার জল দাঁড়িয়ে যায় শ্রেণিকক্ষে। জল জমে থাকার কারণে সমস্যায় পড়েন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা। স্কুলের শিক্ষকরা জানিয়েছেন, বৃষ্টি হলেই ঘরের ভিতরে জল জমে থাকার কারণে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনা করতে অসুবিধা হয়। পুরানো ঘরে জল ঢোকার কারণে ঘরগুলি বেহাল হয়ে পড়ে। সেই জন্যে পুরনো ঘরের পরিবর্তে নতুন ঘরের আবেদন জানানো হয়েছে প্রশাসনের কাছে। তবে শিক্ষক ও এলাকাবাসীদের অভিযোগ নতুন ঘর তৈরি হওয়ার আশ্বাস পাওয়ার পরও ঘর হচ্ছে না। এই বিষয়ে কাটোয়া ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির শিশু ও নারী জনকল্যাণ ও ত্রাণ কর্মাধ্যক্ষ তৃষা চট্টোপাধ্যায় জানান, 'জল জমে থাকার জন্য স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সমস্যা হচ্ছে। প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি সমস্যা সমাধান হবে।' এই প্রসঙ্গে বর্ধমান সদরের বিজেপির জেলা-সহ সভাপতি রমন শর্মা জানিয়েছেন, 'অত্যন্ত ভয়ঙ্কর অবস্থা। যে কোনও সময় বড় বিপদ ঘটতে পারে। পড়ুয়ারা অসুস্থ হয়ে যেতে পারে। শিক্ষা দপ্তর বা স্থানীয় প্রশাসন পুরোপুরি চোখ বুজে রয়েছে। আসলে যে রাজ্যের সরকারে চোর, ডাকাতে ভর্তি। সেই রাজ্যে শিক্ষার উন্নয়ন কী করে হবে? গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাটাই তো দুর্নীতিতে ভর্তি। শিক্ষকরা রাস্তায় চাকরির দাবিতে বসে। আর সেই রাজ্যের শিক্ষার এমন হাল এটাই স্বাভাবিক।' তবে কবে স্কুলে নতুন ঘর তৈরি হবে সেই দিকে তাকিয়ে রয়েছে সকলেই।

আসানসোলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, মৃত তিন

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: আসানসোলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় মৃত তিন, আহত এক। বাড়িতে এই অগ্নিকাণ্ডে আগুনে পুড়ে মৃত্যু হয়েছে এক কয়লা ব্যবসায়ী ও তার শ্বশুর ও শাশুড়ির। অগ্নিদগ্ধ হয়েছেন কয়লা ব্যবসায়ীর স্ত্রীও তিনি দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। শনিবার রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ এই ঘটনাটি ঘটেছে আসানসোল পুরনিগমের ৫৭ নম্বর ওয়ার্ডে। ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে মৃত কয়লা ব্যবসায়ীর নাম বাবলু সিং। মৃতের শ্বশুর ও শাশুড়ির নাম বীরেন্দ্র নাথ চন্দ্র এবং শাশুড়ি গায়ত্রী চন্দ্র। অগ্নিদগ্ধ জখম বাবলু সিংয়ের স্ত্রীর নাম শিল্পী চট্টোপাধ্যায়। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ।

স্থানীয়রা জানান, শনিবার রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ চিৎকার শোনা যায়। বাড়ি থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখেন বাবলু সিংয়ের বাড়ি আগুনে জ্বলছে। দমকল এবং আসানসোল দক্ষিণ থানায় খবর দেওয়া হয়। দমকলের একটি ইঞ্জিনের ঘণ্টা খানেকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। ঘটনাস্থলে আসে পুলিশও। অগ্নিদগ্ধ

অবস্থায় চার জনকে আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা বাবলু সিং ও তাঁর শ্বশুর এবং শাশুড়িকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বাবলুর বাড়ির বাইরে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। আগুন লাগার কারণ খুঁজতে তদন্ত শুরু হয়েছে। বাবলু সিং এবং শিল্পী চট্টোপাধ্যায়ের এক ছেলে তীর্থঙ্কর চট্টোপাধ্যায় রয়েছে। সে নবম শ্রেণির ছাত্র। ঝাড়খণ্ডের ধানবাদ জেলার নিরসার নয়া ডাঙাল এলাকায় বাবলু সিংয়ের আরেকটি বাড়ি রয়েছে। যেখানে তাঁর প্রথম স্ত্রী, বাবা-মা, দুই ছেলে এবং এক মেয়ে থাকেন। এও জানা গেছে, বাবলু সিং দ্বিতীয় স্ত্রী শিল্পী চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর বাবা ও মাকে নিয়ে আসানসোলে থাকতেন। বাবলু সিং-এর প্রথম পক্ষের ছেলে গুরদ্বীপ সিং জানান, তাঁর বাবা দ্বিতীয় বিয়ে করেছে সেই ব্যাপারে তারা জানতেন না। তারা জানতেন তার বাবা কয়লা ব্যবসা জনিত কারণে আসানসোলে থাকেন।

কানে হেডফোন! পিষে দিল মালগাড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: কানে হেডফোন। প্রাণ হারাতে হল এক লরি চালককে। রবিবার সকালে রেললাইনের ধার থেকে ক্ষতবিক্ষত লরি চালকের দেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল ইংরেজবাজার থানার নিমাসরাই এলাকায়। পরে ঘটনাস্থলে এসে মৃত দেহটি উদ্ধার করে মালদা টাউন স্টেশন জিআরপি। পুলিশ ও জিআরপি সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত লরি চালকের নাম মামুন শেখ (৩৬)। বাড়ি ইংরেজবাজার থানার আড়াপুর এলাকায়। মৃতের পরিবারে স্ত্রী এবং দুই নাবালক ছেলেমেয়ে রয়েছে।

ইংরেজবাজার থানার পুলিশ জানিয়েছে, যে এলাকায় এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে, সেখান থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বেই রয়েছে মাল গাড়ির রেক পয়েন্ট। যেখানে প্রায় প্রতিদিনই মালগাড়ির বগি এসে দাঁড়ায়। সেখান থেকেই বহু লরিতে করে বিভিন্ন পণ্য

সামগ্রী লোডিং ও আনলোডিং করা হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, এদিন সকালে রেললাইনের ট্র্যাক ধরে কানে হেডফোন গুঁজে মোবাইলের গান শুনে হাঁটছিল ওই লরিচালক। সেই সময় পিছন থেকে একটি মালগাড়ি এসেই ধাক্কা মেরে বেরিয়ে যায়। ঘটনাস্থলে ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হয় ওই ব্যক্তির।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের মূর্তি উন্মোচন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাটোয়া: পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া পুরসভা ও মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্মৃতি রক্ষা কমিটির যৌথ উদ্যোগে রবিবার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে আয়োজিত হয় বাংলা নবজাগরণের নায়ক যুগপুরুষ মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের আবক্ষ মূর্তির উন্মোচন অনুষ্ঠান। মূর্তিটির উন্মোচন করেন কাটোয়া পুরসভার পুরপ্রধান সমীর কুমার সাহা। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাটোয়া বিধানসভার বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। এছাড়া, স্মৃতি রক্ষা কমিটির সম্পাদক অনিল কুমার ঠাকুর এবং সভাপতি রবীন্দ্রনাথ গুণ-সহ শহরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও নাগরিকরা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে এই মূর্তি উন্মোচন অনুষ্ঠানে তার জীবন ও সাহিত্যকর্মের উপর একটি আলোচনা সভারও আয়োজন করা হয়। উপস্থিত সকলেই এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং পুরসভার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। কাটোয়া পুরসভা ও স্মৃতি রক্ষা কমিটির এই উদ্যোগ শহরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পরিচায়ক হয়ে থাকবে।

বিজেপির থানা ঘেরাও খানাকুলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: কসবা 'ল' কলেজের ছাত্রীকে গণধর্ষণের প্রতিবাদে ও দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবিতে খানাকুল থানা ঘেরাও করে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখালেন বিজেপি নেতৃত্ব। রবিবার খানাকুলের বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষের নেতৃত্বে বিক্ষোভ দেখালেন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। কলকাতার 'ল' কলেজে ধর্ষণকাণ্ডের প্রতিবাদে বহু মহিলা আসেন থানা চত্বরে। তারাও স্লোগান তুলতে থাকেন। বিক্ষোভকারী মহিলাদের অভিযোগ তুলতে শোনা যায়, এই রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী নিজে একজন মহিলা। অথচ তিনি মহিলাদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ। বার বার মহিলাদের ওপর পাশবিক নির্যাতন নেমে আসছে। স্কুল, কলেজ সর্বত্র মহিলারা নিগৃহীত। অথচ সরকার চুপ। কোথাও কোথাও আবার এই সমস্ত ঘটনাকে চেপে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। কোথাও কোথাও আবার পুরোটাই অস্বীকার করে ঘটনা উড়িয়ে দেওয়া হয়। শাসক দলের লোকজন বারবার অপরাধ করলেও, তার কোনও বিচার হয় না। পুলিশও তা চেপে দেওয়ার চেষ্টা চালায়। কসবা 'ল' কলেজের ঘটনাও চেপে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। সেখানে শাসক দলের হেভিওয়েট নেতা মন্ত্রীরা কোনও পদক্ষেপ নেয় নি। আর তাই সেই সাহসে এই ধরনের ঘটনা ঘটেই চলেছে। এরই প্রতিবাদে মহিলারাও পথে নেমেছেন বলে জানান তাঁরা। এদিকে বিক্ষোভরত বিজেপি কর্মী সমর্থকদের অভিযোগ, অন্যায়ভাবে প্রতিবাদী বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে পুলিশ দিয়ে লকাপে আটকে রাখা হয়েছিল। অহেতুকভাবে তাঁকে হেনস্থা করা হয়েছে। এই সমস্ত স্লোগান দিয়ে এলাকা গরম করে তোলেন বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ। বিষয়টিকে কেন্দ্র করে বেশ কিছুক্ষণ বিক্ষোভ চালান বিজেপির কর্মীরা। এই বিষয়ে বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ বলেন, 'দিকে দিকে আজ মহিলারা অসম্মানিত, নিগৃহিত, লাঞ্ছিত হচ্ছেন, অপমানিত হচ্ছেন, অত্যাচারিত হচ্ছেন। আর শাসক দলের মন্ত্রী আমলারা নিরবে সেসব দেখে যাচ্ছেন। আরজি করের পর কসবার 'ল' কলেজ। তাতেও সরকারের টনক নড়েনি। আমরা এরই প্রতিবাদে ও দোষীদের কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তির দাবিতে থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখালাম। এর পরেও আমরা পথে নামব।'

রূপনারায়ণ নদে মরা মাছ ভেসে ওঠায় আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগনান: রবিবার দিনভর হাওড়ার বাগনান থানা এলাকার মানকুর, বাকসী ঘাট সংলগ্ন রূপনারায়ণ নদে প্রচুর মরা মাছ ভাসতে দেখেন এলাকার বাসিন্দারা। শোরগোল পড়ে যায় সংশ্লিষ্ট অঞ্চল জুড়ে। এলাকার লোকজন নদের ধারে মরা মাছ দেখতে ছুটে আসে। দেখা যায়, রূপনারায়ণ নদেতে অসংখ্য মরা মাছ ভাসছে এবং তা থেকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। চেঙো মাছ সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় মারা গিয়েছে। তার সঙ্গে চিংড়ি, ছোট পোনা মাছ মরে ভেসে উঠতে দেখা যায়। ভাসছে। বিষয়টি জানতে পারেন পরিবেশ কর্মী চিত্রক প্রামাণিক ও সুমন্ত দাস। তাঁরা কয়েকটি মাছের দেহ নমুনা হিসাবে সংগ্রহ করেন। স্থানীয় মানুষ এই বিষয়ে বাগনান ১ নং ব্লকের মৎস্য অধিকর্তা স্বপন বোয়ালকে জানালে, তিনি সেভাবে বিষয়টি গুরুত্ব দিতে চাননি বলে অভিযোগ।

তবে পরিবেশ কর্মী চিত্রক প্রামাণিক বলেন, 'রূপনারায়ণ নদে জীববৈচিত্র্য ভরপুর। গাঙ্গেয় শুশুক থেকে শুরু করে, ইলিশ মাছ সহ বিভিন্ন প্রজাতির মাছ, কচ্ছপ রূপনারায়ণ নদে থাকে। কিন্তু হঠাৎ করে এতো মাছ কেন মারা যাচ্ছে, তা বোঝা যাচ্ছে না। কলকারখানার দূষিত জল বা কোনও বিষক্রিয়া থেকে এই ঘটনা ঘটতে পারে। এছাড়া অনেক সময় কিছু অসাধু লোক নদেতে বিষ মিশিয়ে মাছ ধরে। মৎস্য দপ্তরের উচিত এই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা। না হলে রূপনারায়ণ নদের বাস্তুতন্ত্র ভেঙে পড়বে। এভাবে মাছ মারা গেলে স্থানীয় জেলেদের জীবিকা নির্বাহে সমস্যা তৈরি হবে। এছাড়া গাঙ্গেয় শুশুক সহ বিভিন্ন পশুপাখি এই মরা মাছ খেয়ে মারা পড়বে।' অন্যদিকে এত মরা মাছ কোথা থেকে এল তা নিয়ে তদন্ত দাবি করেছেন স্থানীয় মৎস্যজীবী ও পরিবেশকর্মীরা।

প্রেমিকার বিয়ে অন্যত্র, আত্মহত্যা যুবকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা: দীর্ঘদিনের প্রেমের সম্পর্ক ভেঙে অন্য জায়গায় বিয়ে হচ্ছে প্রেমিকার। গলায় দঁড়ি দিয়ে আত্মহত্যা যুবকের। যুবকের মৃতদেহ নিয়ে মেয়ের বাড়িতে গিয়ে ভাঙচুর ও বিক্ষোভ দেখায় মৃত যুবকের প্রতিবেশীরা। ঘটনাটি ঘটেছে, উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা থানা এলাকার মনোহরপুরে। মনোহরপুরের বাসিন্দা চিরঞ্জিৎ বৈরাগীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ছিল ভবানীপুরের পুলিশে চাকরিরত যুবতী সরস্বতী দাসের। যুবকের পরিবার ও স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘ ১৬ বছর ধরে এই যুগলের প্রেম ছিল। চিরঞ্জিতের একাধিকবার বিয়ে ঠিক হলেও, সরস্বতী তাঁকে বিয়ে করতে দেয়নি। সাম্প্রতিক সরস্বতীর বিয়ে ঠিক হয় বনগাঁতে, গত বৃহস্পতিবারে তাদের আশীর্বাদ হয়। চিরঞ্জিত বাইরের রাজ্যে কাজে ছিল, সেখান থেকে শনিবার রাতে বাড়িতে ফিরে আসে। রবিবার ভোরে গলায় দঁড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বাগদা থানার পুলিশ। পুলিশের আশ্বাসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়। চিরঞ্জিতের মা পূর্ণিমা বৈরাগীর অভিযোগ, 'ছেলের একাধিকবার বিয়ে ঠিক হলেও বিয়ে করতে দেয়নি ওই মেয়ে। আমার একমাত্র সম্বল ছেলের মৃত্যু হয়েছে। আমি চাই ওই মেয়ের শাস্তি হোক ফাঁসি হোক।' অন্যদিকে সরস্বতীর বাবা নিকুঞ্জ দাসের দাবি, 'পুলিশে চাকরি পাওয়ার আগে মেয়ের সঙ্গে চিরঞ্জিতের সম্পর্ক ছিল। ছেলের বিয়ে ভেঙে দিয়েছে সরস্বতী এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। সকলে কয়েকজন লোক এসে আমার বাড়িতে ভাঙচুর চালিয়েছে।'

'শ্লীলতাহানি', গ্রেপ্তার যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসত: বারাসতে ছাত্রীর শ্লীলতাহানির অভিযোগ। ভরদুপুরে ঘটনাটি ঘটে বারাসত ১২ নম্বর রেলগেটের কাছে। বনগাঁর বসবাসকারী ওই ইংলিশে অনার্সের ছাত্রী রবিবার বারাসাতে পড়তে এসেছিলেন। বাড়ি ফেরার পথে রেলগেটের কাছে তাঁর শ্লীলতাহানি করে এক যুবক বলে অভিযোগ। অভিযুক্ত যুবকের নাম রাজু শেখ, বাড়ি বসিরহাটে। ওই ছাত্রীর কান্নার আওয়াজে আশপাশের দোকানদাররা এসে ছেলেটিকে ধরে ফেলে। অভিযুক্ত যুবক পালানোর চেষ্টা করলে গণধোলাই দেওয়া হয়। পরে পুলিশের হাতে তুলে দেয় যুবককে। পুলিশ অভিযুক্ত যুবককে গ্রেপ্তার করেছে।

জাতীয় স্তরে তাইকোন্ডো প্রতিযোগিতায় জোড়া সাফল্য দক্ষিণ দিনাজপুরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: জাতীয় স্তরের তাইকোন্ডো প্রতিযোগিতায় জোড়া সাফল্য দক্ষিণ দিনাজপুরের। জেলার দুই প্রতিযোগী সোনার পদক পেয়েছেন। এর মাধ্যমে তাঁরা আন্তর্জাতিক স্তরের প্রতিযোগিতায় নামার যোগ্যতা অর্জন করেছেন বলে জানা গিয়েছে। প্রতিযোগিতায় অঙ্কিত কুমার পাল, জুনিয়র (পুরুষ) আন্ডার ৭৮ কেজি ওয়েট ক্যাটাগরিতে অসম, উত্তরাখণ্ড এবং ফাইনালে ওড়িশাকে হারিয়ে স্বর্ণপদক লাভ করেন। অন্যদিকে, জুনিয়র (মহিলা) আন্ডার ৪৯ কেজি ওয়েট ক্যাটাগরিতে ফাইনালে পাঞ্জাবকে হারিয়ে স্বর্ণপদক ছিনিয়ে নেন। এই দুই প্রতিযোগিতায় জয়ী অঙ্কিত কুমার পাল দক্ষিণ দিনাজপুর তথা পশ্চিমবঙ্গের নাম জাতীয় পর্যায়ে উজ্জ্বল করেছেন। এরপরে আরেকটি সিলেকশনের মাধ্যমে উক্ত প্রতিযোগীরা আন্তর্জাতিক স্তরের

প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ পাবেন বলে জানা গিয়েছে।

উল্লেখ্য, ৪২তম ন্যাশনাল তাইকোন্ডো প্রতিযোগিতা ২০২৫-এ অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছিলেন অঙ্কিত কুমার পাল ও মিতালী মালি। খেলাটি দেবভূমি উত্তরাখণ্ড তাইকোন্ডো অ্যাসোসিয়েশন-এর ব্যবস্থাপনায় এবং তাইকোন্ডো ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার পরিচালনায় গত ২৭ জুন থেকে ২৯ জুন পর্যন্ত হরিদুয়ারের রসনাবাদে অবস্থিত 'বন্দনা কাটারিয়া স্পোর্টস কমপ্লেক্স'-এ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই বিষয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা তাইকোন্ডো অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দিবাকর মণ্ডল জানান, 'বালুরঘাট হাইস্কুলের সাহায্যে দীর্ঘদিন ধরে আমরা প্রশিক্ষণ শুরু করেছি। এই ক্যাম্প থেকে অনেক প্রতিভা উঠে আসছে। তাতে আমরা গর্বিত এবং বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই বালুরঘাট হাইস্কুল কর্তৃপক্ষকে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার প্রতিটি তাইকোন্ডো প্রতিযোগীদের মান উন্নয়নের জন্য আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং চেষ্টা চালিয়ে যাব।'

রাশিয়ার হামলা ঠেকাতে ধরাশায়ী ইউক্রেনের এফ-১৬!

মস্কো, ২৯ জুন: রাশিয়ার বড় ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা প্রতিহত করতে গিয়ে শনিবার রাতে ইউক্রেনের একটি এফ-১৬ যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হয়েছে। এতে ওই বিমানের পাইলট নিহত হয়েছেন। রবিবার ইউক্রেনের সেনাবাহিনী একথা জানিয়েছে।

ইউক্রেনের সেনাবাহিনী বলেছে, যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এটি দেশটির তৃতীয় এফ-১৬ যুদ্ধবিমান হারানোর ঘটনা। টেলিগ্রামে এক পোস্টে ইউক্রেনের বিমানবাহিনী বলেছে, পাইলট তাঁর যুদ্ধবিমানে থাকা সব অস্ত্র ব্যবহার করে সাতটি বিমান হামলা প্রতিহত করেছেন। শেষটি ঠেকাতে গিয়ে তাঁর বিমান ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং নীচে নেমে যেতে থাকে। বিমানটি যেন লোকালয়ে না-পড়ে তা নিশ্চিত করতে পাইলট সেটিকে একটি জনবসতি এলাকা থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যান। কিন্তু তিনি যুদ্ধবিমান থেকে বের হওয়ার সময় পাননি।

ইউক্রেনের সেনাবাহিনী বলেছে, রাশিয়া রাতে ৪৭৭টি ড্রোন ও ৬০টি বিভিন্ন ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে। ইউক্রেনের বাহিনীর মধ্যে ২১১টি ড্রোন ও ৩৮টি ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংস করতে সক্ষম হয়। এছাড়া ছ'টি এলাকায় বিমান হামলার খবর পাওয়া গিয়েছে।

রুশ হামলার তীব্র নিন্দা করে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি।

উত্তরকাশীতে মেঘভাঙা বৃষ্টিতে মৃত দুই শ্রমিক

নিখোঁজ সাত

উত্তরকাশী, ২৯ জুন: শনিবার গভীর রাতে উত্তরকাশীর পাহাড়ি রাস্তায় মেঘভাঙা বৃষ্টিতে ধসের ঘটনা ঘটে। প্রবল জলোচ্ছ্বাসে রাস্তার ধারে নির্মীয়মাণ একটি হোটেলের পাশে তাঁবুতে থাকা শ্রমিকদের মধ্যে ৯ জন ভেসে যান। রবিবার দুপুর পর্যন্ত দু'জনের দেহ উদ্ধার হয়েছে। এখনও নিখোঁজ ৭ জন। জেলা প্রশাসনের দেওয়া তালিকা অনুযায়ী, নিখোঁজ শ্রমিকদের অধিকাংশই নেপালের বাসিন্দা। নদীর জলস্তর বাড়ছে। ইতিমধ্যেই ৩০টি গ্রামের বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়েছে। পাহাড়ি পথে বহু জায়গায় ধস নামছে।

উত্তরাখণ্ডের উত্তরকাশীতে মেঘভাঙা বৃষ্টিতে কমপক্ষে ৯ জন শ্রমিক নিখোঁজ। শনিবার গভীর রাতে বারকোটের কাছে যমুনোত্রীর জাতীয় সড়কের কাছে সিলাই বেন্ড এলাকায় আচমকা মেঘভাঙার ঘটনায় তছনছ হয়ে যায় এলাকা। নির্মাণ কাজের জন্য সড়কের কাছেই তাঁবু খাটিয়ে থাকতেন শ্রমিকরা। রাত তিনটে নাগাদ প্রবল জলের তোড়ে ভেসে যান ৯ শ্রমিক।

রবিবার উত্তরকাশীর জেলাশাসক জানান, সিলাই বেন্ড এলাকায় যমুনোত্রীর জাতীয় সড়কের ধারে একটি হোটেল তৈরির কাজ চলছিল। সড়কের কাছেই তাঁবু খাটিয়ে থাকতেন শ্রমিকরা। রাত তিনটে নাগাদ প্রবল জলোচ্ছ্বাসে প্রায় ১০ মিটার রাস্তা ভেঙে যায়। পরিস্থিতির ওপর নজর রাখা হচ্ছে। এদিন প্রশাসনের দেওয়া তালিকা অনুযায়ী নিখোঁজ শ্রমিকদের মধ্যে অধিকাংশই নেপালের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। নিখোঁজ শ্রমিকদের মধ্যে আছেন দুজেলাল (৫৫), কেবল থাপা (৪৩), রোশন চৌধুরি (৪০), বিমলা ধামি (৩৬), কল্লু চৌধুরি (৫৫), ববি (৩৮), ছোটু (২২), প্রিয়াংশ (২০) ও মনীষ ধামি(৪০)।

পুলিশ, এসডিআরএফ, এনডিআরএফ উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে। একাধিক জায়গায় ধস, যমুনোত্রীর রাস্তার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। যমুনা নদীর জলস্তর ক্রমশ বাড়ছে। নদীর তীরবর্তী বাসিন্দাদের সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, পাহাড়ি এলাকায় আরও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কুথনৌর গ্রামেও মেঘ ভাঙায় ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। স্যানাচট্টি, ওজরি, ডবরকোট এলাকায় ধস নেমেছে।

জাপানি এনসেফেলাইটিসে আক্রান্ত আরও এক

গুয়াহাটি, ২৯ জুন: দরং জেলার অন্তর্গত মঙ্গলদৈয়ে আরও একজন জাপানিজ এনসেফেলাইটিসে আক্রান্ত হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। আক্রান্তকে মঙ্গলদৈয়ের ভালুকখোয়াপাড়া গ্রামের যুবক হীরকজ্যোতি শহরিয়া বলে পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। আক্রান্ত যুবককে গুয়াহাটির একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করা হয়েছে, সেখানে তাঁর চিকিৎসা চলছে।

হীরকজ্যোতি শহরিয়ার পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বেশ কিছুদিন ধরে তিনি জ্বরে ভুগছিলেন। জ্বরের উপসর্গ কমছে না-দেখে তাঁকে মঙ্গলদৈয়ের একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁর জ্বরের উপসর্গ না-কমায় হীরকজ্যোতিকে গুয়াহাটির একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়। গুয়াহাটিতে তাঁর রক্ত পরীক্ষা করার পর তিনি জাপানিজ এনসেফেলাইটিসে আক্রান্ত হয়েছে বলে নিশ্চিত হন চিকিৎসকরা।

পুরীতে পদপিষ্ট হয়ে মৃত ৩, ক্ষমাপ্রার্থনা মুখ্যমন্ত্রীর

পুরী, ২৯ জুন: পুরীতে পদপিষ্টের ঘটনা। গুণ্ডিচা মন্দিরের কাছে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল তিন জনের। আহত বহু মানুষ। জগন্নাথ দেবের মাসির বাড়ি, পুরীর গুণ্ডিচা মন্দিরের কাছে রবিবার ভোরে এই দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনায় গাফিলতির অভিযোগ স্বীকার করে সরকারের পক্ষ থেকে ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মোহনচরণ মাঝি। সঙ্গে ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন তিনি।

জানা গিয়েছে, জগন্নাথ দেবের রথ নন্দীঘোষের চাকার সামনেই বিপর্যয় ঘটে। মন্দিরের কাছে জগন্নাথ দেবের রথ পৌঁছতেই হুড়োহুড়ি পড়ে যায় ভক্তদের মধ্যে। ভিড়ের চাপে বেশ কয়েকজন পড়ে যান। ভোর চারটে ২০ নাগাদ ওই পদপিষ্টের ঘটনা ঘটে। কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশি হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। মৃতদের শনাক্ত করা গিয়েছে। মৃত তিন জনের নাম বাসন্তী সাহু, প্রমকান্ত মোহান্তি এবং প্রভাতী দাস। তাঁরা সকলেই ওড়িশার খুরদা জেলার বাসিন্দা।

ওড়িশার পুলিশের ডিজিপি ওয়াইবি খুরানিয়া রবিবার ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন। তিনি বলেন যে, দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে এবং ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনা রোধে দ্রুত পদক্ষেপ করা হচ্ছে। এই ঘটনায় ওড়িশার সরকারকে তোপ দাগলেন সে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়ক। রবিবার তিনি জানান, 'রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে পুরীতে দ্বিতীয়বার এরকম ঘটনা ঘটল। ভিড় সামলাতে ব্যর্থ পুলিশ প্রশাসন। সরকারের অযোগ্যতার কারণেই এই মর্মান্তিক ঘটনা। তাই এর দায় রাজ্য সরকারকেই নিতে হবে। মৃতদের পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা রইল। আহতরা দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুক এই প্রার্থনাই আমি করি।'

ঘটনায় কড়া নিন্দা করেছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। তিনি এদিন জানান, পুরীতে পদপিষ্টের ঘটনায় আমি গভীর ভাবে শোকাহত। শুক্রবারের পর রবিবার ফের এধরনের ঘটনা ঘটল। চরম অব্যবস্থার জন্যই এই ঘটেছে। এত বড় উৎসবে ভিড় নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাজ্য সরকারকে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করতে হবে।

হিমাচলে বৃষ্টির তাণ্ডব, ৮ দিনে মৃত ৩৪, আহত ৭৪

সিমলা, ২৯ জুন: হিমাচলপ্রদেশে রবিবার ও সোমবার(২৯-৩০ জুন) জারি কমলা সতর্কতা। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস, ৫ জুলাই পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। লাহুল-স্পিতি ও কিন্নৌর বাদে ১০ জেলায় ফ্ল্যাশ ফ্লাডের আশঙ্কা।

উল্লেখ্য, জুনের শেষেই হিমাচলে বৃষ্টির তাণ্ডব শুরু। টানা বৃষ্টিতে বিগত ৮ দিনে মৃত্যু হয় কমপক্ষে ৩৪ জনের। আহত ৭৪ জনেরও বেশি। এখনও নিখোঁজ রয়েছেন ৪ জন। ছাড়াও সরকারি-বেসরকারি সম্পত্তির ক্ষতি আনুমানিক প্রায় ৭১ কোটি টাকারও বেশি। জানা গিয়েছে, ২০-২৮ জুনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ১৭ জনের মৃত্যু হয়েছে পথদুর্ঘটনায়। ফ্ল্যাশ ফ্লাডে প্রাণ গিয়েছে ৭ জনের, নদীর স্রোতে ভেসে গিয়ে মৃত্যু ৪ জনের। পাহাড় থেকে পড়ে, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ও সাপের কামড়ে মৃত্যু হয়েছে আরও কয়েক জনের। মোট ৩৮টি গবাদি পশু মারা গিয়েছে। ছ'টি বাড়ি পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে, আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত ১৭টি। সবচেয়ে বেশি ক্ষয় কুল্লু জেলায়। ইতিমধ্যেই হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুক্কু জানিয়েছেন, দ্রুত ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজ চলছে। প্রশাসন সতর্ক রয়েছে।

ঝাড়খণ্ড-মধ্যপ্রদেশে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা

ভোপাল ও রাঁচি, ২৯ জুন: আগামী ২ জুলাই পর্যন্ত ঝাড়খণ্ডের বেশিরভাগ জেলায় ভারী বৃষ্টিপাতের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আবহাওয়া দপ্তর কমলা সতর্কতা জারি করেছে। রবিবার মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়র, চম্বল-সহ ১১টি জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দপ্তর। ১ জুলাই থেকে রাজ্যের বহু জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা।

আবহাওয়া দপ্তরের মতে, ঝাড়খণ্ডের যেসব জেলায় ভারী বৃষ্টিপাতের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে, ২৯ এবং ৩০ জুন রাজ্যের দক্ষিণ-পূর্ব এবং সংলগ্ন মধ্য ও উত্তরাঞ্চলের কিছু জায়গায় অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া পশ্চিম ও উত্তর-মধ্যাঞ্চলের কিছু জায়গায় ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে। সেই সময় ঘণ্টায় ৩০-৪০ কিমি বেগে হওয়া বইতে পারে।

আগামী ১ জুলাই রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম এবং সংলগ্ন দক্ষিণাঞ্চলের কিছু জায়গায় অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়াও রাজ্যের দক্ষিণ-মধ্য এবং উত্তর-মধ্য অংশের কিছু অংশে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। এই সময়ে, প্রতি ঘণ্টায় ৩০-৪০ কিমি বেগে হওয়া বইতে পারে। আর ২ জুলাই, পশ্চিম এবং মধ্য অংশের কিছু অংশে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। এই সময়ে, প্রতি ঘণ্টায় ৩০-৪০ কিমি বেগে হওয়া বইতে পারে। অন্যদিকে, রবিবার সকাল থেকে রাঁচি এবং আশপাশের এলাকায় বৃষ্টিপাত হয়েছে।

ময়দান

আরসিবি পেসারের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্তার নালিশ, তদন্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবারের আইপিএলে দুরন্ত পারফরম্যান্স দিয়ে চর্চায় উঠে আসা আরসিবি পেসার যশ দয়াল এবার মাঠের বাইরের বিতর্কে জড়িয়ে পড়লেন। তাঁর বিরুদ্ধে যৌন হেনস্তা, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন এবং আর্থিক প্রতারণার গুরুতর অভিযোগ এনেছেন উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদের এক তরুণী। অভিযোগ জানানো হয়েছে উত্তরপ্রদেশ সরকারের মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ-নিষ্পত্তি বিভাগে। পাশাপাশি, মহিলাদের জন্য চালু হওয়া সরকারি হেল্পলাইন নম্বরেও ওই তরুণী অভিযোগ করেছেন যশের বিরুদ্ধে। অভিযোগকারিণীর দাবি, তিনি যশ দয়ালের সঙ্গে গত পাঁচ বছর ধরে সম্পর্কে ছিলেন। সেই সম্পর্কের ভিত্তিতে দয়াল তাঁকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দেন, এমনকি নিজের পরিবারের সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দেন মেয়েটিকে। শুধু তাই নয়, একাধিকবার স্বামীর মতো আচরণও করেছেন বলে দাবি তরুণীর। কিন্তু সম্পর্কে থাকাকালীন তিনি নানা ধরনের হেনস্তার শিকার হয়েছেন; শারীরিক নির্যাতন থেকে শুরু করে মানসিক চাপ, এমনকি আর্থিক শোষণও করা হয়েছে বলে অভিযোগ। তরুণী জানান, এই অভিযোগ যে ভিত্তিহীন নয়, তার যথেষ্ট প্রমাণ তাঁর কাছে রয়েছে। ভিডিও, স্ক্রিনশট, চ্যাট, এমনকি বিভিন্ন মুহূর্তের ছবি;সব কিছুই সংরক্ষণ করে রেখেছেন তিনি। বর্তমানে এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখছে এবং গাজিয়াবাদের সার্কেল অফিসারের কাছে ইতিমধ্যেই তদন্ত রিপোর্ট তলব করা হয়েছে। অন্য দিকে, এই গুরুতর অভিযোগের বিষয়ে এখনও পর্যন্ত যশ দয়াল বা তাঁর পক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। মনে করিয়ে দেওয়া যায়, যশ দয়াল আগে গুজরাট টাইটান্সের হয়ে খেলতেন এবং একবার এক ওভারে রিঙ্কু সিংয়ের পাঁচ ছক্কায় কুখ্যাত হয়ে পড়েছিলেন। এরপর তিনি মানসিক চাপে ভুগলেও পরে চমকপ্রদ ভাবে কামব্যাক করেন। গত দুই মরসুম ধরে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের (টুঙ্খঙ্ক) হয়ে তিনি উল্লেখযোগ্য পারফর্ম করেন। জাতীয় দলে খেলার সম্ভাবনাও তৈরি হয়েছিল তাঁর জন্য। কিন্তু এই নতুন অভিযোগ তাঁকে বড়সড় বিপদে ফেলতে পারে। তদন্তের প্রক্রিয়া কোন দিকে মোড় নেয়, এখন সেটাই দেখার।

৫১ বলে সেঞ্চুরি, স্মৃতি মান্ধানার অনন্য কীর্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ট্রেন্ট ব্রিজে শনিবার ইংল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ৫১ বলে সেঞ্চুরি ছুঁয়ে ৬২ বলে ১১২ রানের চমৎকার ইনিংস খেললেন স্মৃতি মান্ধানা। এই সংস্করণে তাঁর প্রথম শতকের ইনিংসটি গড়া ১৫ চার ও ৩ ছক্কায়।

ভারতের প্রথম ও বিশ্বের পঞ্চম মহিলা ক্রিকেটার হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের তিন সংস্করণেই সেঞ্চুরির কীর্তি করলেন ২৮ বছর বয়সী এই বাঁ-হাতি ব্যাটার। টেস্ট ক্রিকেটে মান্ধানার সেঞ্চুরি আছে ২টি, ওয়ানডেতে ১১টি। তাঁর আগে ইংল্যান্ডের হিদার নাইট ও ট্যামি বাউমন্ট, দক্ষিণ আফ্রিকার লরা উলভার্ট এবং অস্ট্রেলিয়ার বেথ মুনি তিন সংস্করণেই সেঞ্চুরি করেছেন।

ভারতের হয়ে টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ ইনিংসের রেকর্ডও এখন মান্ধানার। তিনি ছাড়িয়ে গেছেন ২০১৮ সালে নিউ জিল্যান্ডের বিপক্ষে হারমানপ্রিত কৌরের ১০৩ রান। এই দুজন ছাড়া শতকের স্বাদ পাননি দলটির আর কোনও ক্রিকেটার।

ক্লাব বিশ্বকাপে বেনফিকাকে ৪-১ গোলে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে চেলসি

ক্যারোলিনা, ২৯ জুন: উত্তর ক্যারোলিনার শার্লটে ক্লাব বিশ্বকাপের রাউন্ড অফ ১৬ ম্যাচে অতিরিক্ত সময়ের পরে ১০ জনের বেনফিকাকে ৪-১ গোলে হারিয়েছে চেলসি।

রিস জেমস সরাসরি ফ্রি কিক থেকে গোল করে চেলসিকে ১-০ গোলে এগিয়ে দেওয়ার পর , ৮৬তম মিনিটে তীব্র আবহাওয়ার কারণে খেলাটি দুই ঘন্টার মত বন্ধ রাখা হয়। খেলা পুনরায় শুরু হওয়ার পর, ভিএআর মালো গুস্তোর হ্যান্ডবল ধরা পড়ার পর পেনাল্টি স্পট থেকে অ্যাঞ্জেল ডি মারিয়ার গোলে বেনফিকা সমতা ফেরান। কিন্তু অতিরিক্ত সময়ের শুরুতেই জিয়ানলুকা প্রেসটিয়ানিকে দ্বিতীয়বারের মতো বুকিং করার জন্য মাঠের বাইরে যেতে হয়। ১০৮ মিনিটে ক্রিস্টোফার নকুনকুর একটি দুরন্ত রিবাউন্ডে চেলসি লিড পুনরুদ্ধার করে, এরপর পেদ্রো নেটো এবং কিয়েরনান ডিউসবারি শেষ মুহূর্তে গোল করে খেলা শেষ করেন। আগামী শুক্রবার চেলসি কোয়ার্টার ফাইনালে পালমেইরাসের সঙ্গে খেলবে।

উইম্বলডনে টানা তৃতীয় শিরোপার লক্ষ্যে অভিযান শুরু আলকারাজের

লন্ডন, ২৯ জুন: দু'বারের ডিফেন্ডিং পুরুষ চ্যাম্পিয়ন কার্লোস আলকারাজ প্রথম রাউন্ডে ৩০ জুন ইতালির ফ্যাবিও ফগনিনির মুখোমুখি হবেন। সোমবার লন্ডনের অল ইংল্যান্ড লন টেনিস অ্যান্ড ক্রোকেট ক্লাবে খেলা হবে।

আলকারাজ শনিবার সাংবাদিকদের বলেন, 'আমি সত্যিই এখানে শিরোপা জিততে চাই, আমি সত্যিই ট্রফি তুলতে চাই, কতজন খেলোয়াড় টানা তিনটি উইম্বলডন জিতেছেন তা নিয়ে ভাবছি না।' আলকারাজ আরও বলেন, ' আমি শুধু প্রস্তুত থাকতে চাই, নিজেকে সর্বোত্তম ভাবে প্রস্তুত করতে চাই যাতে আমি প্রচুর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে টুর্নামেন্ট শুরু করতে পারি। স্পষ্টতই আমি এখন অনেক আত্মবিশ্বাসী বোধ করছি।'

সত্যিই উইম্বলডনে এবার যদি স্পেনের তারকা আলকারাজ জিততে পারে তা হলে চারজনের অভিজাত ক্লাবে যোগ দিতে পারেন। এঁরা হলেন বিওন বোর্গ, পিট সাম্প্রাস, রজার ফেদেরার এবং নোভাক জোকোভিচ - যারা ওপেন যুগে টানা তিনটি উইম্বলডন শিরোপা জিতেছেন।

মহিলাদের একক বিভাগে, বিশ্বের ১ নম্বর আরিনা সাবালেঙ্কা কানাডিয়ান বাছাইপর্বের কারসন ব্রান্সটাইনের বিরুদ্ধে প্রথম রাউন্ডের লড়াইয়ের মাধ্যমে গ্রাস মেজরে প্রথম শিরোপার জন্য তার অভিযান শুরু করবেন। উইম্বলডন ২০২৫-এর প্রথম দিনের প্রথম রাউন্ডের খেলার সম্পূর্ণ তালিকা পুরুষদের একক - কার্লোস আলকারাজ (স্পেন)বনাম ফ্যাবিও ফোগনিনি (ইতালি) - সন্ধ্যা ৬টা ভারতীয় সময়। মহিলা একক - পলা বাডোসা (স্পেন) বনাম কেটি বোল্টার (জিবিআর), পুরুষদের একক - আলেকজান্ডার জভেরেভ (জার্মানি) বনাম আর্থার রিন্ডারকনেচ (ফ্রান্স)।

ইস্টবেঙ্গলের গোলকিপার কোচের দায়িত্বে সন্দীপ নন্দী

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইস্টবেঙ্গলের গোলকিপার কোচের দায়িত্বে সন্দীপ নন্দী। প্রাক্তন এই বাঙালি গোলকিপার আবারও ফিরছেন লাল-হলুদ শিবিরে। ইস্টবেঙ্গলের হয়ে আশিয়ান জয়ী গোলকিপার সন্দীপ নন্দী। পাঁচবারের আইলিগ জয়ী দলের সদস্য। এবার কোচ হিসেবে ইস্টবেঙ্গলকে সফল করার নয়া চ্যালেঞ্জ সন্দীপ নন্দীর ঘাড়ে।

এর আগে তিনি কোচিং করিয়েছেন নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড, মহামেডান স্পোর্টিং, রাজস্থান ইউনাইটেড, ডায়মন্ড হারবার ক্লাবে। এবার অস্কার ব্রুঁজোর কোচিং টিমে থাকবেন এই বাঙালি। ছোটবেলা থেকেই শিশির ঘোষকে অনুসরণ করে স্বপ্ন দেখতেন বড় স্ট্রাইকার হবেন। শেষমেশ গোলকিপার হিসেবেও সফল হন সন্দীপ। ইস্টবেঙ্গলের খেলোয়াড় হিসেবে ছিলেন অত্যন্ত সফল। এবার কোচ হিসেবে লাল-হলুদকে সাফল্য এনে দেওয়ার পালা।

উদয়রাজপুর সর্বজনীনে ৭৫ বছর পূর্তিতে খুঁটিপুজোয় চাঁদের হাট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সিএবির আম্পায়ার্স কমিটির চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে এবার অন্য মাত্রা পেতে চলেছে উদয়রাজপুর সর্বজনীন দুর্গোৎসবের পুজো। এবার ৭৫ বছর এই পুজোর। তাতেই চিফ পেট্রন হয়েছেন বিসিসিআইয়ের প্রাক্তন সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। খুঁটি পুজোর মাধ্যমেই দুর্গাপুজোর ঢাকে কাঠি পড়ে গেল উদয়রাজপুর সর্বজনীন দুর্গোৎসবের। প্রাক্তন ক্রিকেটার, সিএবি কর্তা ও সৃষ্টি ক্রিকেট একাডেমির অন্যতম কর্তা প্রসেনজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, যাঁকে সকলেই বালুদা নামেই চেনে, তাঁর উদ্যোগেই খুঁটিপুজো থেকেই একেবারে চাঁদের হাট বসেছিল উদয়রাজপুর সর্বজনীন দুর্গোৎসবের প্রাঙ্গনে। তাঁর আমন্ত্রণে সারা দিয়ে এই অনুষ্ঠানে সামিল হন প্রখ্যাত ক্রিকেটার সম্বরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবশঙ্কর পাল, মন্ত্রী রথীন ঘোষ, উপ পৌরপ্রধান প্রকাশ রাহা, স্থানীয় পুরো মাতা পিংকি ঘোষ, অপর্ণা ব্যানার্জী, দেবর্ষি ব্যানার্জী, টোটন ঘোষ, অচিন চক্রবর্তী,অভিষেক চক্রবর্তী, ঋণ্টু চক্রবর্তী, অতীন চক্রবর্তী, চুমকি ঘোষ, গণেশ ঘোষ, দোলা ঘোষ, বিশিষ্ট চিকিৎসক শ্যামল বিশ্বাস সহ অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা।

উদয়রাজপুর সর্বজনীন দুর্গোৎসবের ৭৫তম বর্ষের খুঁটিপুজোর অনুষ্ঠানে মূল উদ্যোক্তা ও সিএবি কর্তা প্রসেনজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে মঞ্চে অন্যান্য অতিথিরা। ছিলেন সম্বরণ বন্দ্যোপাধায়, শিবশঙ্কর পাল সহ অন্যরা।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

আরোগ্য

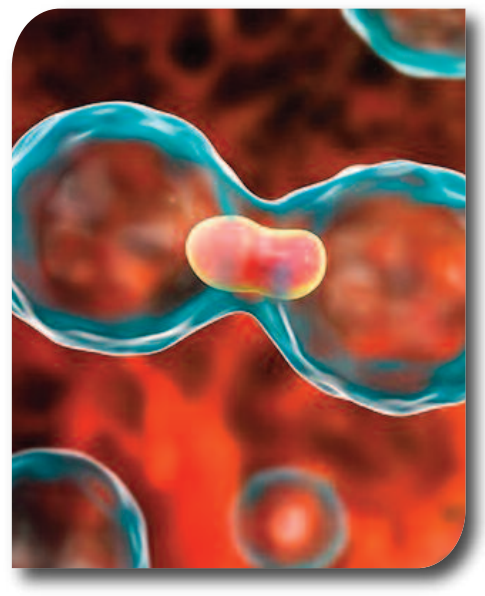

সন্তানকে রোজ স্কুলে বা টিফিনে একই খাবার, বিপদ ডেকে আনছেন না তো?

এখনকার শিশুদের সবচেয়ে প্রিয় খাবারগুলির মধ্যে অন্যতম ইনস্ট্যান্ট নুডলস। তবে আজকাল শুধু ক্ষুদেরাই নয়, ব্যাচেলর থেকে একা থাকা অফিসযাত্রী- সকলের মধ্যেই বাড়ছে এই খাবার খাওয়ার প্রবীণতম। কিন্তু জানেন কি অতিরিক্ত ইনস্ট্যান্ট নুডল ডেকে আনতে পারে বড় ধরনের বিপদ? সাম্প্রতিক গবেষণা অনুযায়ী সপ্তাহে ২-৩ বার এই ধরনের নুডলস খেলে হৃদরোগ, স্ট্রোক এবং ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বেড়ে যেতে পারে।

অতিরিক্ত লবণ

ইনস্ট্যান্ট নুডলসে সাধারণত অতিরিক্ত নুন যোগ করা থাকে। আর নুন মানেই সোডিয়াম, যা উচ্চ রক্তচাপের কারণ হতে পারে। একটানা এমন চলতে থাকলে হৃদরোগ ও স্ট্রোকের ঝুঁকি বেড়ে যায়।

স্যাচুরেটেড ফ্যাট

অনেক ইনস্ট্যান্ট নুডলস পাম তেলে ভাজা হয়। পাম অয়েল শরীরের জন্য কার্যত বিষ। এতে প্রচুর পরিমাণে স্যাচুরেটেড ফ্যাট থাকে। এই ফ্যাট এলডিএল বা খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়িয়ে দেয় এবং হৃদরোগের ঝুঁকি বৃদ্ধি করে।

কম পুষ্টিগুণ

ইনস্ট্যান্ট নুডলসে ফাইবার, প্রোটিন এবং বিভিন্ন ভিটামিন কিংবা খনিজের মতো প্রয়োজনীয় পুষ্টি থাকে না। কিন্তু খেলে দ্রুত পেট ভরে যায়, ফলে আর পুষ্টিকর খাবার খাওয়া হয় না।

অ্যাডিটিভ

বেশ কিছু নামজাদা কোম্পানির ইনস্ট্যান্ট নুডুলসের মধ্যেও এমএসজি (বা মনো সোডিয়াম গ্লুটামেট)-এর মতো কৃত্রিম অ্যাডিটিভ এবং প্রিজারভেটিভ থাকতে পারে, যা মাথাব্যথা, বমি বমি ভাব এবং উচ্চ রক্তচাপের মতো সম্ভাব্য স্বাস্থ্য সমস্যার সঙ্গে জড়িত।

শরীরে আলুর কেরামতি

নানান রকম নামি-দামি ব্র্যান্ডের রাসায়নিক মিশ্রিত বিউটি প্রোডাক্টস ব্যবহার করেও মিলছে না সুরাহা? কিছুতেই ভ্যানিশ হচ্ছে না ত্বকের দাগছোপ। হাতের নাগালের মধ্যে রয়েছে সমাধান। রান্নার প্রধান উপকরণ হল আলু। বাঙালির খাবারে আলু ছাড়া চলে না। রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভা ২০২৩ সালে ৩০ মে দিনটিকে আন্তর্জাতিক আলু দিবস হিসাবে ঘোষণা করেছে। গোটা বিশ্বে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে খাওয়া খাদ্যর তালিকায় প্রথম পাঁচের মধ্যে রয়েছে আলু। আলুর রসে লুকিয়ে আছে অব্যর্থ ওষুধ। ত্বকের যাবতীয় দাগছোপ দূর হয়ে ইভেন টোন ফিরে পেতে মুখে লাগান আলুর রস। দাগছোপ, ব্রণর দাগ, ত্বকের স্বাভাবিক রঙ কালো, ফ্যাকাসে হয়ে গেলে ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ সমৃদ্ধ আলুর রসে মিলবে সমাধান।

ত্বকের জন্য কতটা উপকারী আলুর রস

- ভিটামিন সি সমৃদ্ধ আলুর রস মেলানিন পিগমেন্টের নিঃসরণ কমায়। ত্বকের কালো হয়ে যাওয়া আটকায় আলুর রস। ত্বকের স্বাভাবিক জেল্লা ফিরে আসে।
- আলুর রস লাগিয়ে রাখলে ত্বকের দাগছোপ দূর হয়। আলুর রসে প্রচুর পরিমাণে উৎসেচক থাকে যা ত্বকের নতুন করে কোষ তৈরিতে সাহায্য করে। মরা কোষ দূর করে।
- ফ্ল্যাভোনয়েড নামক অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট থাকে আলুর রসে যা ক্ষতিকর অক্সিডেটিভ স্ট্রেসের হাত থেকে রক্ষা করে ত্বককে। ফ্রি র‍্যাডিকেলসের হাত থেকে বাঁচায়। ত্বকের অকালে বুড়িয়ে যাওয়া আটকায়।
- আলুর রস প্রাকৃতিক ব্লিচিং এজেন্ট তাই ত্বকের স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। বলিরেখা, রোদে পুড়ে লালচে হয়ে গিয়ে ও ব্রণর কারণে হওয়া কালো দাগছোপ দূর করে।
- ত্বক লালচে হয়ে গিয়ে চুলকোতে থাকলে আলুর রসে মিলবে আরাম। ত্বককে আর্দ্র রাখে ভেতর থেকে।

ত্বকের পরিচর্যায় কীভাবে আলুর রস ব্যবহার করবেন

- ভিটামিন সি, পটাশিয়াম ও উৎসেচক থাকে আলুর রসে। তাই চোখের তলায় কালি ও ফোলা ভাব দূর করে। একটা মাঝারি আলু খোসা ছাড়িয়ে ঝিরিঝিরি করে কেটে পরিষ্কার কাপড়ে মুড়ে চোখের তলায় রেখে দিন। ১৫-২০ মিনিট রেখে ঠান্ডা জলে ধুয়ে নিন। শুকনো করে নিন।
- ত্বকের কালো দাগছোপ দূর করে স্বাভাবিক জেল্লা ফিরিয়ে আনতে একটা মাঝারি আলু খোসা ছাড়িয়ে ভালো করে বেটে পেস্ট তৈরি করে নিন। টক দই ফেটিয়ে নিন পেস্টের মধ্যে। গলায় ও মুখে লাগান। ২০-৩০ মিনিট রেখে মুখ ঈষদুষ্ণ গরম জলে ধুয়ে নিন। নিয়মিত করলে ত্বকের স্বাভাবিক জেল্লা ফিরে পাবেন।
- ব্রণর দাগের ওপর আলুর টুকরো লাগিয়ে রাখুন। ১৫-২০ মিনিট রেখে দিন। ঠান্ডা জলে ধুয়ে নিন মুখ। নিয়মিত করলে অতিরিক্ত তৈলাক্ত ভাব দূর হয়। ব্রণর সমস্যা দূর হয়।
- আলু সেদ্ধ করে চটকে নিন। মধু মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করে নিন। ২০ মিনিট রেখে মুখ ঈষদুষ্ণ গরম জলে ধুয়ে নিন। নিয়মিত করলে ত্বক নরম ও মসৃণ হবে। ত্বকের স্বাভাবিক আর্দ্রতা বজায় থাকে।

বর্ষার আনন্দের সঙ্গে আসে ছত্রাকের আক্রমণ

সংক্রমণ থেকে শরীর সুস্থ রাখার উপায়

বর্ষায় ছত্রাকের সংক্রমণ খুব সাধারণ ঘটনা। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় না রাখলে, গরম আর্দ্র আবহাওয়ায় ছত্রাকের সংক্রমণ বেশি ঘটে। বেশি ঘাম হলে, ভালো করে শুকোয়নি এমন জামাকাপড় পরলে ছত্রাকের সংক্রমণ হয়। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকলে অথবা হরমোনের নিঃসরণের তারতম্য ঘটলে ভ্যাজিনাল ইনফেকশন হতে পারে। কীভাবে সতর্ক থাকবেন? কীভাবে এড়াবেন ছত্রাকের সংক্রমণ?

- পা ও পায়ের পাতা সাবান দিয়ে ভালো করে পরিষ্কার করুন। শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে নিন। হাত, পা শুকনো রাখুন।
- নিয়মিত শ্যাম্পু ব্যবহার করে চুল পরিষ্কার করুন। বিশেষ করে চুল কাটার পর অবশ্যই শ্যাম্পু দিন।
- অন্যের সঙ্গে নিজের জামাকাপড়, তোয়ালে, গামছা, চিরুনি, চুলের হেয়ার ব্যান্ড, চুলের ব্রাশ শেয়ার করবেন না।
- পাবলিক প্লেসে চটি বা জুতো পরে থাকুন। খুব এঁটে থাকে এমন চটি পরবেন না। হাওয়া চলাচল করে এমন জুতো বা চটি পরবেন।
- পরিষ্কার মোজা পরুন। রোজ এক মোজা পরবেন না।
- হাত, পায়ের নখ ছোটো করে কাটুন। নখ পরিষ্কার রাখুন।
- লুজ ফিটিংস ভালো গুণমানের আন্ডারওয়্যার পরুন। গোপন অঙ্গ ভালো করে পরিষ্কার করুন।
- চুলকানি, দাদ, হাজার সমস্যা থাকলে অ্যান্টি ফাঙ্গাল পাউডার লাগান।

বাড়িতে কীভাবে সতর্ক থাকবেন?

- দই বা প্রোবায়োটিক খাবারে ভালো ব্যাক্টেরিয়া থাকে যা ছত্রাকের সংক্রমণ আটকাতে সক্ষম।
- ত্বকের যেখানে ছত্রাকের সংক্রমণ হয়েছে সেখানে ভালো করে সাবান দিয়ে পরিষ্কার করে নিন। তারপর ওষুধ লাগান।
- অ্যাপেল সিডার ভিনিগারে অ্যান্টি ফাঙ্গাল গুণ থাকে তাই সংক্রমণের জায়গায় গরম জলে ২ টেবিল চামচ ভিনিগার মিশিয়ে তুলোর বল ডুবিয়ে লাগান। দিনে ৩-৪ বার লাগান।
- মাথার তালুতে ছত্রাকের সংক্রমণ হলে নারকেল তেল মালিশ করুন।
- প্রাকৃতিক ভাবে অ্যান্টি ফাঙ্গাল গুণ থাকে ট্রি ট্রি অয়েল আর অরিগ্যানো অয়েলে। নারকেল তেল, অলিভ অয়েলের সঙ্গে ট্রি ট্রি অয়েল বা অরিগ্যানো অয়েল মিশিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত জায়গায় লাগান। উপকার মেলে।
- হলুদে অ্যান্টি ফাঙ্গাল গুণ থাকে বলে গুঁড়ো হলুদ বা হলুদ বেটে জলের সঙ্গে মিশিয়ে পেস্ট করে লাগান।
- অ্যান্টি ফাঙ্গাল গুণ থাকে বলে ত্বকের যে কোনো সমস্যা দূর করে অ্যালোভেরা জেল।
- রসুনে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি ফাঙ্গাল গুণ থাকে তাই রসুনের কোয়া থেঁতো করে অলিভ অয়েল মিশিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত জায়গায় লাগান। নিম পাতায় অ্যান্টি ফাঙ্গাল গুণ থাকে তাই নিম পাতার রস লাগিয়ে রাখুন। উপকার মেলে।

সরস্বতী পুজোর দিন হলুদ দিয়ে স্নান কেন?

সরস্বতী পুজোর সকালে অনেকেই গায়ে হলুদ মেখে স্নান করে থাকেন। যতই ঠান্ডা লাগুক না কেন, বাটিতে সরষের তেলের সঙ্গে মেশানো হলুদ মেখে স্নান করা মাস্ট। এই নিয়মের পিছনে শুধু ধর্মীয় রীতি নয়, রয়েছে আরও এক কারণ। যার সঙ্গে যোগ রয়েছে সুস্থ থাকার।

হলুদ যে রূপচর্চার জন্য দারুণ এক কার্যকরী উপাদান, তা মোটামুটি সবাই জানেন। অতি প্রাচীনকাল থেকেই রূপটানে হলুদের ব্যবহার হয়ে থাকে। শোনা যায়, প্রাচীনকালের মহিলারা ত্বকের যে কোনও সমস্যার জন্যই ব্যবহার করতেন হলুদ। এমনকী, হলুদ জলে গুলে, সেই জল দিয়েই স্নান করতেন অনেকে। কথিত রয়েছে সুন্দরী ক্লিওপেট্রার রূপরহস্যই হল দুধ ও হলুদের মিশ্রণ।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, হলুদ প্রাকৃতিক অ্যান্টিসেপটিক। ব্রণ কমাতে দারুণ সাহায্য করে হলুদ। শুধু তাই নয়, রোদে পোড়া ত্বককে ঝকঝকে করতেও দারুণ কাজ দেয় হলুদ।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যে কোনও দুই ঋতুর সন্ধিক্ষণে ব্যাকটেরিয়া আরও সজাগ হয়ে ওঠে। বিশেষ করে শীত থেকে গরমে পা দেওয়ার সময় ত্বকের নানা সমস্যা দেখা দেয়। এই সমস্যার সমাধান লুকিয়ে রয়েছে হলুদেই। সেই কারণেই সরস্বতী পুজোর সকালে হলুদ মেখে স্নান করার নিয়ম।

তবে শুধু এই কারণই নয়। সরস্বতী পুজোকে বলা হয় বাঙালির ভ্যালেন্টাইনস ডে। এদিন নতুন প্রেমের শুরু বা পুরনো প্রেমকে নতুন করে নেওয়ার সুযোগ আসে প্রচুর। তাই এই দিনটাতে নিজেকে সুন্দর করে তুলতেও সাহায্য করে হলুদ। তাই যতই শীত লাগুক না কেন, সকাল সকাল গায়ে হলুদ করেই নিন।

শীতেই হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বেশি

সারা বিশ্বে মানুষ মৃত্যুর সবচেয়ে বড় কারণ হল হার্ট অ্যাটাক। প্রতিদিন বহু মানুষ মারা যান হার্টের সমস্যায় আক্রান্ত হয়ে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন সেই সংখ্যাটাই কয়েক গুণ বেড়ে যায় শীতকালে। কিন্তু প্রশ্ন হল কেন এমনটা হয়? বিশেষজ্ঞদের মতে বিশেষ করে যাঁদের উচ্চ রক্তচাপ থাকে তাঁদের , মধ্যে ঝুঁকি আরও বেশি। শীতকালে, শরীরের রক্তনালীগুলি সঙ্কুচিত হয়, যাকে ভাসোকনস্ট্রিকশন বলা হয়। এই প্রক্রিয়া শরীরে রক্তচাপ বাড়িয়ে দেয়। অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডের রক্তচাপ বেড়ে যায়। তাই সতর্ক থাকতে হবে। তবে মনে রাখবেন সব ধরনের বুকে ব্যথাই কিন্তু হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ নয়। হার্ট অ্যাটাকের ক্ষেত্রে ব্যথা শরীরের অন্যান্য অংশ যেমন চোয়াল, বাম বা ডান কাঁধ এবং পিঠেও হতে পারে। অন্যান্য উপসর্গ যেমন ঘাম, উদ্বেগের অনুভূতি, ধড়ফড়ানি, অস্বস্তি হলে সতর্ক হতে হবে। চিকিৎসকরা বলছেন অনেক সময় শীতকালে ভোর বেলা বা সকালের দিকে হার্ট অ্যাটাক বেশি হয়। তাই সকালে আপনি কী ভাবে ঘুম থেকে উঠবেন তাও গুরুত্বপূর্ণ। কেবল হার্ট অ্যাটাক নয়, চিকিৎসকেদের মতে শীতকালে ব্রেন স্ট্রোকের টনাও বাড়তে থাকে। মস্তিষ্কে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গেলে বা মস্তিষ্কের রক্তনালী ফেটে গেলে স্ট্রোক হয়। ফলে মস্তিষ্কের কোষেরও হঠাৎ ক্ষতি হতে পারে। ব্রেন স্ট্রোক এড়াতে উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এই সব রোগের প্রধান কারণ হল শীতকালে শারীরিক কার্যকলাপ কম থাকে। কম তাপমাত্রার কারণে বেশিরভাগ মানুষ প্রায়শই বাড়ির ভিতরে থাকে। উচ্চ-ক্যালোরি হার্ট অ্যাটাক এবং স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়াতে পারে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন হালকা শারীরিক ক্রিয়াকলাপ বাড়ানো, বাইরে যাওয়ার সময় গরম জামা কাপড় পরা এবং শাকসবজি, ফল, উচ্চ ফাইবার সামগ্রী এবং পর্যাপ্ত প্রোটিন সহ হার্ট-স্বাস্থ্যকর ডায়েট বজায় রাখার পরামর্শ দেন।

ক্যান্সার প্রতিরোধে সবুজ বনস্পতি

ডাঃ শামসুল হক

আজকের দিনে চিকিৎসা বিজ্ঞানের এই বিশাল অগ্ গতির যুগে ক্যান্সারের মতো মারাত্মক এক ব্যাধির চিকিৎসা হচ্ছে অত্যন্ত আধুনিক পদ্ধতিতেই । আর এই রোগে আক্রান্ত হন যে সমস্ত মানুষ তাঁদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা নির্ভর করে সেই রোগের গতি প্রকৃতির উপর নির্ভর করেই। এর সঙ্গে অবশ্য ভরসা রাখা হয় আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসা পদ্ধতি, তাঁর মনের জোর সহ আরও কিছু বিষয়ের উপর ভিত্তি করেই।

পুরুষরা সাধারণত ফুসফুস, প্রোস্টেড, কোলেরেক্টাল, লিভার, কোলনের ক্যান্সারেই আক্রান্ত আক্রান্ত হন বেশি । আর মহিলাদের ক্ষেত্রে বেশি দেখা যায় স্তন, জরায়ু এবং চামড়ার ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাই। তবে লিভার, কোলন অথবা ফুসফুসের ক্যান্সারও তাঁদের যে আক্রমণ করে না তা কিন্তু মোটেও নয়। আর শিশুদের ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময়ই আবার দেখা যায় লিম্ফোব্লাষ্টিক লিউকোমিয়া কিংবা মস্তিষ্কের ক্যানসারেই তারা আক্রান্ত হচ্ছে একটু বেশি পরিমাণেই। আর একজন মানুষ এই রোগে আক্রান্ত হলে রোগীদের চিকিৎসার কাজ চলে সার্জারির পর কেমোথেরাপি, রেডিয়েশন থেরাপি ইত্যাদির মাধ্যমে। তার সঙ্গে চলে বিভিন্ন ওষুধপত্রও । আর সেইভাবে চিকিৎসার কাজ চালিয়ে যাওয়াটা ভীষণ ব্যয়বহুলও। কিন্তু তবুও আক্রান্ত ব্যক্তি এবং তাঁর পরিবারের লোকজনরা সবকিছুই মেনে নিতে বাধ্য হন শুধু রোগ থেকে মুক্তি লাভেরই আশায়।

বর্তমানে ভেষজ থেরাপির মাধ্যমে আয়ুর্বেদ চিকিৎসকরা এই চিকিৎসার কাজ চালানোর ব্যাপারে অনেক চিন্তাভাবনাও শুরু করে দিয়েছেন। দীর্ঘদিন ধরে গবেষণাকর্ম চালাবার পর তাঁরা লক্ষ্য করেছেন যে, প্রকৃতির বুকে বিরাজমান এমন অনেক সবুজ বনস্পতির সন্ধান মিলেছে যাদের বিভিন্ন অংশের নির্যাস অতি সহজেই দমন করতে পারে ক্যানসারের মতো ভয়াবহ রোগকেও। তারা যেমন রোধ করে টিউমারের বাড়বৃদ্ধিকে, ঠিক তেমনই সীমায়িত করে মেটাস্ট্যাটিসকেও।

তাই ক্যানসারের বাড়বাড়ন্তকে দমন করার জন্য যে সমস্ত গাছগাছালির কথা মনে পড়ে তার মধ্যে সবার আগে মনে পড়ে সবুজ চা এর কথাই। ১৯৯৪ সালে journal of the national cancer institute থেকে প্রকাশিত একটা নিবন্ধ থেকে জানা গেছে যে, সবুজ চা অর্থাৎ গ্রীন টির সাহায্যে যাট শতাংশ ক্যানসার রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। এই চায়ের মধ্যেই দ্রবীভূত অবস্থায় থাকা epigallocalechi allate সহ এমনই আরও অনেক অ্যান্টি অক্সিডেন্ট আছে যারা কোনরকম পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছাড়াই মানুষের দেহের মধ্যে বিস্তার করা ক্যানসার কোষের প্রজনন ক্ষমতা নষ্ট করে দিতে পারে। শুধু তাই নয়, সবুজ চা মানুষের দেহের মধ্যে জন্ম নেওয়া ক্ষতিকারক টিউমারের বৃদ্ধি রোধ করে অতি বেগুনি U.V.B বিকিরণ দ্বারা এই ভয়ঙ্কর ক্ষতির হাত থেকে মানুষকে রক্ষাও করে। তা ছাড়াও ওভারিয়ান ক্যান্সার সহ স্তন ক্যান্সার, চামড়া, প্রষ্টেড, ফুসফুস ইত্যাদি স্থানের ক্যান্সার প্রতিরোধের জন্যও এই চা খুবই উপযোগী।

এই ব্যাপারে আছে রসুনেরও বিশাল ভূমিকা। এর বিজ্ঞান সম্মত নামটা হল অ্যালাম স্যাটিভাম। এর মধ্যে মিশ্রিত অবস্থায় থাকে এমনই একটা যৌগ পদার্থ, যা অ্যালাইল সালফার নামেই পরিচিত বিজ্ঞান মহলে এবং সেটা কোলন ক্যান্সার সহ প্রষ্টেড, পাকস্থলী এবং লিভার ক্যান্সারের জন্য খুবই উপকারী। বিজ্ঞানীদের দীর্ঘ গবেষণার ফলাফল হিসেবে জানা গেছে যে, এই রসুনের মধ্যে রয়েছে এমনই এক ধরণের ল্যাকটিন যা দেহের মধ্যে জন্ম নেওয়া টিউমারের বাড়বৃদ্ধিকে প্রতিরোধ করে এবং মানুষকে রক্ষা করে ক্যানসারের কবল থেকেও।

ক্যানসার প্রতিরোধের জন্য অন্য আর এক গাছের নাম নয়নতারা। এই গাছের বিজ্ঞান সম্মত নামটা হল ক্যাথারেনথাস বেজিয়াম। ছোট্ট এই গাছের বিভিন্ন অংশের মধ্যে থাকে এমনই মূল্যবান বেশ কয়েকটি উপ-ক্ষার, যারা অ্যান্টি নিওপ্লাষ্টিক হিসেবে কাজ করে এবং মানুষকে মারাত্মক লিউকোমিয়া রোগের হাত থেকে রক্ষা করে। এই গাছের পাতা থেকে তৈরি করা হয় ক্যানসারের ঔষধ ভিনক্রিষ্টিনও।

ক্যান্সার থেকে মুক্তি পাওয়ার আর একটা মূল্যবান বনস্পতির নাম মঞ্জিষ্ঠা। রুবিয়া কার্ডিফোলিয়া, এটাই হল তার বিজ্ঞান সম্মত নাম। মহিলাদের জরায়ু এবং ডিম্বাশয়ের ক্যানসার প্রতিরোধের জন্য মঞ্জিষ্ঠার গুণ সত্যিই অপরিসীম। এর মধ্যে আবার কিন্তু আছে কোষ বিভাজনকে হ্রাস করার ক্ষমতাও।

কুমড়োর বীজের মধ্যেও আছে ক্যানসার প্রতিরোধের বিশেষ ক্ষমতা। এর ফাইটোস্টেরলের প্রভাবেই মানব দেহে ক্যানসারের সমস্যা দূরীভূত হয় এবং মানুষ ও থাকতে পারেন অতি নিশ্চিন্তেই। তাই প্রতিদিন পাঁচ ছটি কুমড়োর বীজ খেলে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়। নিশ্চিন্তে থাকা যায় প্রষ্টেডের হরেক ধরণের সমস্যা থেকেও।

ভারতীয় বনস্পতির সাম্রাজ্যে আছে এমনই আরও অনেক গাছগাছালির সন্ধান নিয়মিতভাবে যাদের ব্যবহারে মিলতে পারে ক্যানসার থেকে মুক্তির সহজ উপায়ও । অশ্বগন্ধা, শতমূলী, ঘৃতকুমারী, সয়াবিন ইত্যাদি গাছই দেখাতে পারে এই রোগ থেকে মুক্তি লাভের সহজ উপায়ও।